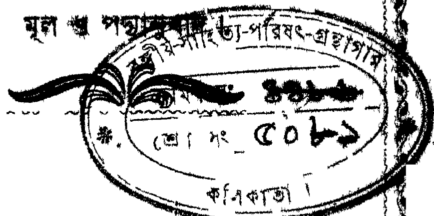
পাণ্ডব গীতা

ও

ভারত-সাবিত্রী।

মূল ও পদ্যানুবাদ।



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
গ্রে। সং ৫০৮১
কলিকাতা।

শ্রীক্ষেমেশ চন্দ্র রক্ষিত কবিরঞ্জন
কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত।

প্রকাশক—
শ্রীমনোমোহন রক্ষিত।
সদরঘাট— চট্টগ্রাম।

প্রথম সংস্করণ।

১৯১৭ ইংরেজী।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরায় নমঃ।

৺সরস্বতী প্রভৃতি মহতীনহীয়সাম্

মানপত্রম্।



সুরক্ষিতো যো বিবুধেশ্বরেণ

সুরক্ষিতো যো বিদুষাং ধনেন।

সুরক্ষিতানাং কুলজঃ কুলেশঃ।

সুরক্ষিতাস্তঃ সুকবিঃ ক্ষমেশঃ।

দানাদিভির্গুণগণৈর্গুণবদ্বরেণ্যো

যো রঞ্জয়েৎ কবিমনঃ কৃতিনাং শরণ্যঃ।

তস্মৈ কবিত্বযশসে শমিতান্তরাধিঃ

সন্দীয়তেঽস্ত "কবি-রঞ্জন" ইত্যুপাধিঃ।

ক্ষমেশ! সকলাধীশমহেশপদ সেবিনাম্

শ্রীমতা নীয়তামাশীরাশিঃ কাশীনিবাসিনাম্।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন

প্রমুখানাং।

ভূমিকা।

আমি ছোটকালে দেখিয়াছি প্রায় লোকেরা প্রভাতে, "ভারত-সাবিত্রী" পাঠ করিয়া পবিত্র ও কৃতার্থ মনে করিতেন কিন্তু বর্ত্তমানে কালের পরিবর্ত্তনে সেই রুচি নাই। বড়ই বিস্ময়ের বিষয়! যেই "ভারত-সাবিত্রী" ঘরে ঘরে পঠিত হইত, আমি অনেক অনুসন্ধানেও একখানা পুঁথি খুঁজিয়া পাইলাম না। অতি সুখের বিষয় স্বনামধন্য বাবু রাজচন্দ্র দাস কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান গিরিজাশঙ্কর দাস এম, এ আমাকে একখানা অতি জীর্ণ শীর্ণ কীট ভক্ষিত পুস্তক দিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী করিয়াছেন। তজ্জন্য কায়-মনো-বাক্যে শ্রীমানের দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি।

আমাদের আর্য্যঋষিরা সংস্কৃত আবরণে আবৃত করিয়া অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র রাখিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্যাবারিধি মহাত্মারা আবরণ উত্তোলন করিয়া ঋষি সঞ্চিত অমৃতভাণ্ড হইতে আকণ্ঠ পূর্ণ অমৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। (যেমন) যাঁহারা বৃক্ষারোহণ করিতে জানেন, তাঁহারা নির্ব্বিবাদে মনের সাধে আরোহন করিয়া সুপক্ক ফল ভক্ষণে রসনার তৃপ্তি ও উদর পূর্ণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন, আর যাঁহারা আরোহনে অনভ্যস্ত, তাঁহারা মাত্র উর্দ্ধদিকে আরোহীর ফলভক্ষণ দৃষ্টি করিয়া রসনার জলস্রাব করিতে থাকেন, তদ্রূপ কোন মধুকণ্ঠ গুণী মহাত্মা ছন্দো বন্ধে মধুরকণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া মধু বর্ষণ করিলে আমার মত নিরক্ষর ব্যাকরণ বর্জ্জিত ব্যক্তি তাহা শ্রবণ করিয়া কেবল অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া নিরস্ত থাকে মাত্র।

আমি এই ভারত-সাবিত্রী ও পাণ্ডবগীতা পদ্যানুবাদ করিতে সাধ্য মত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কি করি—

কাক পক্ষী পরিপক্ক নারিকেল পেলে।
চঞ্চুর আঘাতে তার জল নাহি মিলে॥

সুতরাং পাঠক পাঠিকাগণের প্রীতি বর্দ্ধনার্থ যেমন তেমন করিয়া তাহার মর্ম্ম বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করিলাম, ইহাও পাঠক পাঠিকা-গণের মধ্যে কেহ যদি কণিকা মাত্র সুখ মনে করেন, তবে এই বৃদ্ধের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইবে॥

চিন্তিতব্য।

জৈমিনি মহাভারতের অন্তর্গত পাণ্ডব-গীতা ও ভারত-সাবিত্রী পয়ারছন্দে অনুবাদিত হইয়া কবিরঞ্জন শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেমেশ চন্দ্র রক্ষিত মহাশয় কর্ত্তৃক অভিনব আকারে পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। অভিনব শব্দের সার্থকতা কেবল পদ্যানুবাদে। যতদূর সম্ভব ইতি পূর্ব্বে এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ভারত-সাবিত্রী আর কখনো পদ্যানুবাদিত হয় নাই। পাণ্ডব-গীতার পদ্যানুবাদ ইতিপূর্ব্বে আরও দেখিয়াছি। বর্ত্তমান পদ্যানুবাদক কবিরঞ্জন মহাশয় অস্মদ্দেশে ভারত-সাবিত্রীর পূর্ব্ব প্রচলন ও বর্ত্তমান অপ্রচলন দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হৃদয়ে এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন। ভূমিকায় এমন একটী কথাও লিখিত থাকা উচিত ছিল যে "লোকে ইহা কেন পড়িবে?" এই

ভারত-সাবিত্রী যদি প্রকৃত সাবিত্রী (গায়ত্রী) পদবাচ্য হয়, তবে ইহাতে সাবিত্রীত্ব কি আছে, তাহা দেখাইলে এই গ্রন্থের মুদ্রন, অনুবাদ ও প্রচারের সফলতা ফুটিয়া উঠিত। যে কারণে ভারত-সাবিত্রী পাঠ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, এই পুস্তক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠের আবশ্যকতা প্রদর্শন দ্বারা সেই কারণ অন্তর্হিত করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। জৈমিনি মহাভারতের মূল বিষয় কি, তাহা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ দ্বারা ব্যাখ্যাত না হইলে ভারত-সাবিত্রীর সাবিত্রীত্ব প্রদর্শন সম্ভবপর নহে। যাহা হউক দানশীল এই গ্রন্থকারের গ্রন্থ বিতরণ দ্বারা "ভারত-সাবিত্রীর" সাবিত্রীত্ব লইয়া বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে একটা আলোচনা প্রবাহ উত্থিত হইতে পারে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তাহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

জৈমিনি মহাভারতের অন্তর্গত এই পুস্তক উপেক্ষার বস্তু বলিয়া মনে করা উচিত নহে। ইহার সাবিত্রী নামের সার্থকতা-চিন্তা প্রজ্ঞাপূর্ণ শান্তি ধামের নির্ম্মল আলোকময় পথ দেখাইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পাঠক ইহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন জন্য চেষ্টা না করিয়া বিরত হইবেন না; ইহা একান্ত অনুরোধ।

কিমধিকমিতি—

শ্রীনগেন্দ্র নাথ চৌধুরী যোগানন্দ বিদ্যাবিনোদ।

চট্টগ্রাম
সরস্বতী প্রেসে—
শ্রীসুরেন্দ্র লাল নন্দী দ্বারা
মুদ্রিত।

পাণ্ডব-গীতা।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বিশাল	বিষাণ	২	৮
অচ্যুতং	মচ্যুতং	৪	২
কারণং	কারণ	৪	৩
দৃঢ়া	দৃ ঢ়া	৬	৮
তেজসাঃ	তেজসঃ	৬	১০
মজ্জন্মনা	মজ্জন্মনঃ	৮	১০
মৎপ্রার্থনীয	মৎ প্রার্থনীয়মনিশং	৮	১১
মদনুগ্রহমাত্র এব	মদনুগ্রহায়	৮	১১
দেবং	দেবঃ	১০	৯
তদীয়	ত্বদীয়	১২	৭
পিঞ্জরান্তে	পিঞ্জরান্তঃ	১২	৭
কৃষ্ণমনঃ	কৃষ্ণমহো	১৪	২
ভক্ত্যাঃ	ভক্তাঃ	১৪	৩
পরাবরাজ্ঞা	পরাবরজ্ঞা	১৪	৭
রতে	রতা	১৪	৯
কিল্বস	কিল্বিস	১৪	৯
বেদনান্তে	বেদনান্তে	১৪	৯
মুপশ্রবন্তি	মুপবসন্তি	১৬	২
পাণ্ডবপটা	পাপকপটা	১৬	৪
নিত্যাশঃ	মাশু চ	১৬	৮
চতুর্ভুজং	চতুর্ভুজং	২০	২
স্মৃতিমাত্রকেবলং	স্মৃতিমাত্রতঃ স্বয়ং	২০	৮
যো	যে	২০	১০
তৃষিতো	তৃষিতা	২০	১১
খনতি	খনন্তি	২০	১১
দুর্ম্মতি	দুর্দ্ধিয়ঃ	২০	১১

তুলসীমালা	তুলসীমাল	২২	২
মারূঢ়ো	আরূঢ়ো	২২	২
মাবিরস্তু	আবিরস্তু	২২	৩
:বক্তব্যং	কো বক্তুং	২২	১২
স্রহস্রানি	সহস্রাণাং	২২	১৩
যোগেশ্বরে হরে	যোগেশ্বরং হরিং	২৪	২

ভারত-সাবিত্রী।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
প্রণতঃ	প্রণত	২৭	৮
যুদ্বৃত্তং	যদ্বৃত্তং	২৮	৪
মহাবল	মহাবলা	২৮	৭
দেহি চত্বারঃ	চত্বরো দেহি	৩০	১৫
পুত্র	পুত্রঃ	৩২	৪
দুর্ম্মতি	দুর্ম্মতিঃ	৩২	৪
এষ	এষা	৩২	৭
সন্ধি	সন্ধিঃ	৩২	৭
লক্ষ্ম্যাস্তস্য	লক্ষ্মীস্তস্মৈ	৩১	৭
স	ন	৩১	৭
ভবিষ্যতিঃ	ভবিষ্যতি	৩৪	৩
কথিতো	কথিতং	৩৪	৫
ভবতাগ্রতঃ	ভবতোঽগ্রতঃ	৩৪	৫
অর্জ্জুন	অর্জ্জুনঃ	৩৪	১১
মহারথাঃ	মহারথঃ	৩৪	১৩
শিখণ্ডীশ্চ	শিখণ্ডীচ	৩৪	১৪
সৌবালো	সৌবলো	৩৬	১
মহারথাঃ	মহারথঃ	৩৬	১
প্রথিত	প্রথিতঃ	৩৪	৯
পৃথুলক্ষ্মণাঃ	পৃথুলক্ষণঃ	৩৬	৯
সোমদত্তিবৈ	সোমদত্তিকঃ	৩৬	১৬

বিজ্ঞেয়ং	বিজ্ঞেয়ঃ	৩৮	৫
দ্রোণপর্ব্বঃ	দ্রোণপর্ব্ব	৩৮	৭
পর্ব্বং	পর্ব্ব	৩৮	১০
পর্ব্বব্যাসাশমং	পর্ব্বচাশ্রমিকং	৩৮	১১
নক্ষত্র	নক্ষত্রে	৩৮	১৩
যব	যম	৩৮	১৬
আচাযো	আচার্য্যো	৩৮	১৮
কর্ণো	কর্ণে	৩৮	১৯
একদা	একধা	৪০	২
দশধাঃ	দশধা	৪০	২
সহস্রধাঃ	সহস্রধা	৪০	৩
ধৃষ্ট	ধৈর্য্য	৪০	৫
শিখি	শিক্ষা	৪০	৫
স্থিতঃ	তিষ্ঠেৎ	৪০	৮
সিতাষ্টমী	সীতাষ্টমীং	৪২	৩
ভরদ্বাজো	ভারদ্বাজো	৪৪	১
ভূমিপঃ	ভূমিপ	৪৪	২
সর্ব্বে	সর্ব্বাঃ	৪৪	৬
অমাবস্যাতু	অমাবস্যান্তু	৪৪	১০
সৌপ্তিতো	সৌপ্তিকঃ	৪৪	১৩
নো	ন	৪৮	১
উপাসিনাং	উপাসতে	৪৮	৩
ত্রয়ঃ সন্ধ্যাং	ত্রিসন্ধ্যাং তে	৪৮	৩
দুর্নিবারং	দুর্নিবারাং	৪৮	৬
পার্গ	পার্থঃ	৪৮	৭
নচ	চৈব	৪৮	১১
জয়ৈসিনাং	জয়ৈষিণাং	৫০	৪
বৃত্তঃ	বৃত্তং	৫০	৫
ভর্জ্জতোভর্জ্জতো	তর্জ্জিতস্তর্জ্জিতো	৫০	৬
বিনিপাতিতঃ	বিনিপাতিতঃ	৫০	১১

ক্ষয়তো	ক্ষয়তাং	৫০	১৩
মাপঃ	মাপ	৫০	১৩
পরস্পর জয়াস্পদঃ	পরস্পর জয়াস্পদং	৫০	১৩

পদ্যানুবাদের শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৯	মাদ্রীসূতঃ	মাদ্রীসুত
৯	৬	বিভুষণ	বিভূষণ
১৫	৯	ভাগবতচুড়ামনি	ভাগবতচূড়ামণি
১৫	১৬	নিমিলিত	নিমীলিত
১৫	১৭	সূত	সুত
১৯	১	সূত	সুত
২৯	৩	বিষন্ন	বিষণ্ণ
৩৫	১১	সাত্যকি	সাত্যকী
২৫	৬	তারণ	তাড়ন

সম্পাদকের মন্তব্য।

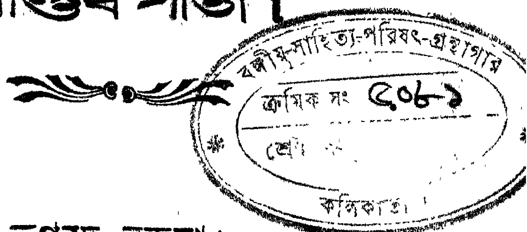
বহুকালের পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ বটতলার ছাপা একখানা বহি পাইয়া তদনুযায়ী অনুবাদ করতঃ মুদ্রানার্থ প্রেসে দিয়াছিলাম। মুদ্রানান্তে বিদ্বজ্জন কর্তৃক মূল শ্লোকের বিস্তর অশুদ্ধি পরিজ্ঞাত হইয়া নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ কর্তৃক সংশোধন পূর্ব্বক এই শুদ্ধিপত্র প্রদান করিলাম। পাঠকগণ এতৎদৃষ্টে মূল গ্রন্থ সংশোধন করিয়া লইবেন। আনন্দের বিষয় যে মাদৃশ লোককে উপলক্ষ্য করিয়া এই পুস্তকদ্বয়ের শুদ্ধ সংস্করণ এবারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইতি

শ্রীক্ষেমেশ চন্দ্র রক্ষিত।

শুদ্ধিপত্রদাতাগণের নাম।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর তর্কপঞ্চানন
পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ শাস্ত্রী।
কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী
যোগানন্দ বিদ্যাবিনোদ।

পাণ্ডবগীতা।



ভগবদ্ বন্দনা।

তুমি সত্য তুমি জ্ঞান আনন্দ স্বরূপ।
অমৃত অনন্ত তুমি অচ্যুত অরূপ॥
শান্ত শিব শুদ্ধ তুমি অদ্বৈত অক্ষর।
সুন্দর অপাপবিদ্ধ শাশ্বত অজর॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত ব্রহ্ম সগুণ নির্গুণ।
সমস্ত জগদাধার কি বর্ণিব গুণ॥
কায়-মনো-বাক্য-প্রাণে যুড়ি দুই হাত।
প্রণমি প্রণমি পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত॥

পাণ্ডব গীতা।

মূল।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মেঘশ্যামং পীতকৌষেয় বস্ত্রং
শ্রীবৎসাঙ্কং কৌস্তুভোদ্ভাসিতাঙ্গং।
সর্ব্বাত্মানং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং
কৃষ্ণং বন্দে সর্ব্বলোকৈক নাথং ॥ ১ ॥

ভীমসেন উবাচ।

জলৌঘমগ্না সচরা চরাধরা
বিশালকট্যাখিল বিশ্বমূর্ত্তিনা।
সমুদ্ধৃতা যেন বরাহ রূপিণা
স মে স্বয়ম্ভু র্ভগবান্ প্রসীদতু ॥ ২ ॥

পাণ্ডবগীতা।

পদ্যানুবাদ।

গল-লগ্ন-কৃত-বাসে রাজা যুধিষ্ঠির,
ভাবের আবেশে প্রাণ হইয়ে অধীর,
বিনয় বিনম্র বাক্যে গদ গদ ভাষে,
করিলেন এই স্তুতি শ্রীকৃষ্ণ সকাশে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—

১। নীরদ সদৃশ শ্যাম অঙ্গের বরণ
পদ্ম-পত্র-নেত্র কণ্ঠ কৌস্তুভ ভূষণ
শ্রীবৎস লাঞ্ছন হরি পীতবাসধারী
সর্ব্বলোকনাথে আমি নমস্কার করি।

২। অতঃপর ভীমসেন জুড়ি দুই কর,
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণে সভক্তি অন্তর।

ভীমসেন কহিলেন—

একার্ণবে সচঞ্চল প্রলয়ের কালে
ছিল যবে এই ধরা জলধির তলে।
বরাহ রূপেতে যিনি করিলা উদ্ধার,
প্রসন্ন হউন মোরে নমি বার বার।

অর্জ্জুন উবাচ।

অচিন্ত্যমব্যক্ত মনন্ত অচ্যুতং
বিভুং প্রভুং কারণং ভূতভাবনং।
ত্রৈলোক্য-নিস্তার-বিভাব-ভাবিতং
হরিং প্রপন্নোঽস্মি গতিং মহাত্মণাং ॥ ৩ ॥

নকুল উবাচ।

যদি গমন মধস্তাৎ কর্ম্মপাশানুবন্ধাদ্
যদি চ কুলবিহীনে জন্ম মে পক্ষীকীটে।
ক্রিমি শতমপি গত্বা তদ্গতাভ্যন্তরাত্মা
ভবতু মমহৃদিস্থা কেশবে ভক্তিরেকা ॥ ৪ ॥

৩। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা বীর ধনঞ্জয়,
জ্ঞান গরিমাতে যাঁর তুলনা না হয়।
কৃতাঞ্জলি পুট হয়ে কুন্তীর নন্দন,
এরূপে করেন স্তব নরনারায়ণ।

ধনঞ্জয় কহিলেন—

অচিন্ত্য অব্যক্ত প্রভু অনন্ত অচ্যুত,
ভবের বৈভব যত যাঁ' হ'তে উদ্ভূত।
সকল কারণ-ভূত ত্রিলোক-তারণ,
তাঁহার চরণে আমি লইনু শরণ।

৪। মাদ্রীসুত মহারথী ধীমান নকুল
কহিতে লাগিলা তবে হইয়া আকুল।

নকুল কহিলেন—

কর্ম্ম-পাশে বদ্ধ হয়ে ওহে নারায়ণ,
কীট পক্ষী কুলে জন্ম করিলে গ্রহণ।
ক্রমজন্মে মম যদি অধোগতি হয়,
তাহাতেও এ পামর কভু দুঃখী নয়।
তব পাদপদ্মে যেন থাকে শুদ্ধ রতি,
এই বাঞ্ছা পূর্ণ কর ওহে রমাপতি।

সহদেব উবাচ।

অপাং সমীপে শয়নাসনে গৃহে
দিবা চ রাত্রৌ চ যথাধিগচ্ছতাং।
যদ্যস্তি কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতং ময়া
জনার্দ্দন স্তেন কৃতেন তুষ্যতু ॥ ৫ ॥

কুন্ত্যুবাচ।

স্বকর্ম্ম ফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহং ॥
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ত্বয়ি ভক্তি দৃঢ়াস্তু মে ॥৬॥

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যস্য বজ্রবরাহস্য বিষ্ণোরতুলতেজসাঃ।
প্রণামং যে চ কুর্ব্বন্তি তেভ্যোহপীহ নমো নমঃ ॥৭।

৫। পাণ্ডুপুত্র সহদেব উঠিয়া তখন,
কহিতে লাগিলা অশ্রুপূর্ণ দ্বি নয়ন।

সহদেব কহিলেন—

শয়নে ভোজনে গৃহে সলিলের ধারে,
দিবসে রাত্রিতে কিবা পথের মাঝারে।
কিঞ্চিৎ সুকৃতি যদি কভু থাকে মম,
তাহাতে হউন তুষ্টি হে পুরুষোত্তম।

৬। অতঃপর যুক্ত-করে পাণ্ডব-জননী,
কৃষ্ণে স্তব করেন কাতরে কুন্তী রাণী।

কুন্তী কহিলেন-—

হে পুরুষোত্তম মম এই আকিঞ্চন,
কর্ম্মফলে যত যোনি করিগো ভ্রমণ।
অচলা হউক ভক্তি আদেশে তোমার,
এই মাত্র তব পদে মাগি বারে বার।

৭। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-সখী দ্রৌপদী সুন্দরী,
বাষ্পাকুল নেত্রে হৃদি হরিপদ ধরি।
গোবিন্দে অচলা ভক্তি চিরদিন যার,
করিলেন এই স্তব নমি বার বার।

দ্রৌপদী কহিলেন—

যজ্ঞে বরাহরূপী যে মধুসূদন,
প্রণময়ে যেইজন সেই জনার্দ্দন,
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে প্রণাম যাহার,
তাঁহার চরণে মম কোটী নমস্কার।

সুভদ্রোবাচ।

বাসুদেবস্য যে ভক্তাঃ শান্তাস্তদ্গতমানসাঃ।
তেষাং দাসস্য দাসোঽহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি ॥ ৮ ॥

ধৌম্য উবাচ।

কীটেষু বৃক্ষেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃ পিশাচেষ্বপি যত্র যত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব তৎ প্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরতুলাব্যভিচারিণী চ ॥ ৯

কৃপাচার্য্য উবাচ।

মজ্জন্মনা ফলমিদং মধুকৈটভারে,
মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহমাত্র এব।
তদ্ভৃত্য ভৃত্যপরিচারক ভৃত্য ভৃত্য
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥ ১০ ॥

৮। পার্থ-পত্নী ভদ্রা দেবী অভিমন্যু মাতা,
নরোত্তম নারায়ণ হন যার ভ্রাতা,
কাতরে করুণ কণ্ঠে ভক্তি যুক্ত করে,
ব্রহ্মজ্ঞানে এই স্তব করে যজ্ঞেশ্বরে,

সুভদ্রা কহিলেন—

বাসুদেব-ভক্ত যিনি তদ্‌গত জীবন,
শান্ত জিতেন্দ্রিয় সত্ত্বগুণ-বিভূষণ,
জন্মে জন্মে তাঁর দাসদাসী হয়ে থাকি,
কায়মনোবাক্যে আমি এই ভিক্ষা মাগি।

৯। পাণ্ডু কুলাচার্য্য ধৌম্য দেব মতিমান,
এই স্তব করিলেন হয়ে আগুয়ান,

ধৌম্য কহিলেন—

মহীরুহ সরীসৃপ কীটাদি যোনিতে,
পিশাচাদি যোনি পাই দুঃখ নাহি তাতে,
(তবু) তোমাতে থাকুক ভক্তি কৃপায় তোমার,
অতুল অনন্য ভক্তি হউক আমার।

১০। ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষাগুরু কৃপাচার্য্য বীর,
করিলেন স্তুতি পরে হইয়া অধীর,

কৃপাচার্য্য কহিলেন—

হে পুরুষোত্তম হরি শ্রীমধুসূদন!
তোমার চরণে মম এই নিবেদন,
তোমার দাসের দাস হয় যেইজন,
তাঁর দাস বলে মোরে করিও স্মরণ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তাবদ্ভবতি মে দুঃখং চিন্তা-সাগরসঙ্গমে।
যাবৎ কমলপত্রাক্ষং ন স্মরামি জনার্দ্দনং ॥ ১১ ॥

বিদুর উবাচ।

আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ং নারায়ণং সদা॥ ১২।

বেদব্যাস উবাচ।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব সুনিশ্চিতং।
ন বেদাদপরং শাস্ত্রং ন দেবং কেশবাৎ পরং ॥১৩॥

১১। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র কুরুকুল মণি,
এই স্তব করিলেন লুটা'য়ে ধরণী,

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—

ভয়চ্ছেদকারী হরি বিপদ-ভঞ্জন,
যদবধি হৃদি নাই স্মরি নারায়ণ,
চিন্তার সাগর মাঝে থাকি ততক্ষণ,
দুঃখের বহ্নিতে সদা হই জ্বালাতন।

১২। ধর্ম্মের আদর্শ দেব বিদুর সুমতি,
এইরূপে ভগবানে করিলেন স্তুতি।

বিদুর কহিলেন—

বেদ আদি সর্ব্ব শাস্ত্র দেখি বারবার,
পুনঃ পুনঃ বিচারিয়া পাইলাম সার।
একমাত্র শ্রীহরিই সাধনার ধন,
তাঁহার বিহনে ভবে সব অকারণ।

১৩। মহা ঋষি ব্যাস সত্যবতীর কুমার,
সর্ব্ব শাস্ত্র পারদর্শী বিষ্ণু অবতার।

ব্যাস কহিলেন—

বলিলেন সত্য সত্য ত্রিসত্য আমার,
বেদ হ'তে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই কিছু আর
দেবতার মধ্যে বটে শ্রীকৃষ্ণ প্রধান।
অপর দেবতা নহে তাঁহার সমান।

ভীষ্ম উবাচ।

একো হি কৃষ্ণে সকৃৎ প্রণামী
দশাশ্বমেধী নহি যাতি তুল্যং।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম
কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥ ১৪ ॥

শকুনিরুবাচ।

কৃষ্ণ তদীয় পদপঙ্কজ-পিঞ্জরান্তে
অদ্যৈব মে বিশতু মানস-রাজহংসঃ।
প্রাণ প্রয়ান সময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুত স্তে ॥ ১৫ ॥

১৪। শান্তনু নন্দন ভীষ্ম বীর বিচক্ষণ,
হিমাদ্রি সদৃশ যার প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
জিতেন্দ্রিয় সাধু সত্য ধর্ম্ম পরায়ণ,
এরূপে করেন স্তুতি গঙ্গার নন্দন।

ভীষ্ম কহিলেন—

একবার কৃষ্ণ পদে যেবা প্রণময়,
দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ তার তুল্য নয়।
দশ অশ্বমেধ কারী জনম লভয়,
কৃষ্ণ-প্রণামীর কভু জন্ম নাহি হয়।

১৫। শকুনি গান্ধাররাজ সুবল তনয়,
কৃষ্ণপদে আত্মা মন প্রাণ করি লয়।
গান্ধারীর ভ্রাতা দুর্য্যোধনের মাতুল,
করিলেন এই স্তব হইয়া আকুল।

শকুনি কহিলেন—

ওহে কৃষ্ণ তব পদ পঙ্কজ পিঞ্জরে,
মনরাজ হংস যেন প্রবেশিতে পারে,
অদ্যই সফল হৌক আমার বাসনা,
আয়ু রবি কবে অস্ত নাই যায় জানা,
প্রাণান্ত সময়ে হরি না জানি কি হয়,
অসার রসনা হবে জ্ঞানের বিলয়,
কফ-বায়ু-পিত্তে ক্রমে কণ্ঠ রুদ্ধ যবে,
স্মরণ তোমার নাম কভু কি সম্ভবে?

কর্ণ উবাচ।

যে সর্ব্বদা কৃষ্ণ মনঃ স্মরন্তি
কৃষ্ণে চ ভক্ত্যাঃ প্রণমন্তি কৃষ্ণং।
তে মৃত্যুকালে প্রবিশন্তি কৃষ্ণং
হবি র্যথা মন্ত্রহুতং হুতাশনং॥ ১৬॥

সঞ্জয় উবাচ।

যে মানবা বিগতরাগ পরাবরাজ্ঞা
নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি।
ধ্যানে রতে বিগতকিল্বিষ বেদনান্তে
মাতুঃ পয়োধর-রসং ন পুনঃ পিবন্তি॥ ১৭॥

১৬। অতঃপর কুন্তিসুত কর্ণ মহাবীর,
কহিলেন এই রূপ হইয়া সুধীর।

কর্ণ কহিলেন—

যাঁহারা করেন সদা শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ,
অথবা করেন নতি ভক্তিযুক্ত মন।
মৃত্যুকালে লভে তাঁরা সত্য সনাতনে,
মন্ত্রাহুত হবি যথা পশে হুতাশনে।

১৭। কুরুকুল রাজমন্ত্রী সঞ্জয় সুমতি,
কৃষ্ণপদে করযোড়ে করিয়া মিনতি।
ভাগবত চূড়ামণি মহা বিচক্ষণ,
বলিতে লাগিলা ভাবে বিগলিত মন,

সঞ্জয় কহিলেন—

যে জন বিগতরাগ পরাবর জ্ঞাতা,
ধ্যানে রত পাপ-শূন্য দীন জনে দাতা,
নারায়ণ নাম সদা করয়ে স্মরণ।
পুনঃ মাতৃ স্তন্য পান করেনা সেজন॥

১৮। সঞ্জয়ের কৃত স্তব করিয়া শ্রবণ,
নিমিলিত নেত্রে হরি করি আরাধন,
সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ ভরদ্বাজ সুত
করিলেন এই স্তব উদ্দেশে অচ্যুত।

দ্রোণ উবাচ।

একাদশী মুপস্রবন্তি নিরম্বুভক্ষাঃ
সম্বৎসরেণ কুহুমৈ হঁরিমর্চ্চয়ন্তি।
তধৌত পাণ্ডব পটাইবরাজহংসাঃ
সংসার সাগর জলস্য তরন্তি পারং॥ ১৮॥

নারদ উবাচ।

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং
তেষাং কল্যাণ নিত্যশঃ।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্
মঙ্গলায়তনো হরিঃ॥ ১৯॥

গান্ধার্য্যুবাচ।

যে যে হতাশ্চক্রধরেণ দৈত্যা
ত্রৈলোক্যনাথেন জনার্দ্দনেন।
তে তে গতা স্তন্নিলয়ং সমস্তাঃ
ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ॥ ২০॥

ভরদ্বাজ-সুত কহিলেন—

হইয়া নিরুম্বু ভক্ষ্য এক সম্বৎসর,
একাদশী উপবাস করে যেই নর।
সুগন্ধ কুসুম সহ সভক্তি অন্তর,
দিবা নিশি নারায়ণ পূজে নিরন্তর।
সেই সুখে যায় ভব পয়োনিধি পারে,
সুশুভ্র মরাল যথা সরোবর তরে।

১৯। সভা মাঝে সমাগত দেবর্ষি নারদ,
কহিতে লাগিলা হয়ে ভাবে গদগদ।

নারদ কহিলেন—

সকল মঙ্গল হরি হৃদি যার রয়,
নিত্য লাভ শুভ তার সমৃদ্ধি বিজয়।

২০। দুর্য্যোধন মাতা বটে সুবল কুমারী,
কুরুকুল রাজলক্ষ্মী গান্ধারী সুন্দরী।
প্রেম বিগলিত হৃদি প্রেম অশ্রুধার,
তুষিলেন এইরূপে দৈবকী কুমার।

গান্ধারী কহিলেন—

হে মধুসূদন তব চক্র সুদর্শনে,
হত যত দৈত্য গত বৈকুণ্ঠ ভবনে।
কি কব মহিমা তব আমি হীন মতি,
তব ক্রোধ, বজ্র তুল্য ওহে যদুপতি।

অশ্বত্থামোবাচ।

রত্নসারং সমাসাদ্য
জম্বুদ্বীপে কলেবরং।
নাস্ত্যস্মিন্ কেশবাদন্যো
বৈদ্যঃ পাপচিকিৎসকঃ॥ ২১॥

দুর্য্যোধন উবাচ।

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥ ২২॥

দুঃশাসন উবাচ।

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ।
যেষামিন্দীবর শ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ॥ ২৩॥

২১। দ্রোণাচার্য্য সুত অশ্বত্থামা মহা বীর,
কৃষ্ণে স্তুতি করে ধীরে নত করি শির।

অশ্বত্থামা কহিলেন—

জম্বুদ্বীপ মধ্যে রত্ন সার দেহখানা,
পেয়ে নাই করে যেবা কৃষ্ণ আরাধনা।
তার মত হীন বুদ্ধি নাই কোনজন,
ভব ব্যাধি বৈদ্য মাত্র শ্রীমধুসূদন।

২২। কুরুকুলমণি মহামানী দুর্য্যোধন,
সসম্মানে সত্রাসিত ব্যাকুলিত মন,
কহিলেন জনার্দ্দনে যুড়ি যুগকর,

দুর্য্যোধন কহিলেন—

তুমি অন্তর্য্যামী, নাই তব অগোচর।
ধর্ম্ম কি যে জানি আমি না হয় প্রবৃত্তি,
অধর্ম্মও জানি কিন্তু নাহিক নিবৃত্তি।
তাই হরি অহরহঃ এই দুঃখ মনে,
নাই জানি কবে কেশে ধরিবে শমনে।
ওহে হৃষীকেশ হৃদি বাস কর তুমি,
যাহাতে নিযুক্ত কর তাই করি আমি।

২৩। দুঃশাসন মহাবীর উঠিয়া সভায়,
কহিলেন অনন্তর ভাবি যদুরায়।

দুঃশাসন কহিলেন—

লাভ তার, জয় তার, কোথা পরাজয়,
বিভুতি ঐশ্বর্য্য তার করায়ত্ত হয়।
সকল বিষয়ে তার পূর্ণ মনস্কাম,
হৃদয়ে বিরাজে যার ইন্দীবর শ্যাম।

শল্য উবাচ।

শুক্লাম্বরধরং কৃষ্ণং শশিবর্ণং চতুর্ভুজং।
প্রসন্ন বদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥ ২৪ ॥

জয়দ্রথ উবাচ।

নারায়ণো নাম নরো নরাণাং
প্রসিদ্ধ চৌরঃ কথিতঃ পুরাণঃ।
অনেক জন্মার্জ্জিত পাপ সঞ্চয়ং
হরত্যশেষং স্মৃতিমাত্র কেবলং ॥ ২৫ ॥

কাশীরাজ উবাচ।

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেব মুপাসতে।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খণতি দুর্ম্মতিঃ ॥২৬॥

২৪। মদ্র অধিপতি শল্য উঠিয়া তখন,
কহেন কৃষ্ণের বন্দি রাতুল চরণ।

শল্য কহিলেন—

শশাঙ্ক সদৃশ শ্বেত অঙ্গের বরণ,
কোটী কাম জিনি রূপ ভুবন মোহন।
প্রসন্ন বদন হরি চতুর্ভুজধারী,
সর্ব্ব বিঘ্ন শান্তি হেতু আরাধনা করি।

২৫। অতঃপর জয়দ্রথ দুঃশলার পতি,
নিবেদিলা নারায়ণে করিয়া কাকুতি।

জয়দ্রথ কহিলেন—

নন্দসুত কৃষ্ণ এই নর নারায়ণ,
প্রসিদ্ধ তস্কর ব'লে পুরাণে বর্ণন।
কোটী জন্মার্জ্জিত যে সঞ্চিত পাপধন,
শ্রীহরি স্মরণে হরি করেন হরণ।

২৬। ভাগবত কাশীরাজ ধার্ম্মিক প্রবর,
কহিলেন সভামাঝে হইয়া কাতর।

কাশীরাজ কহিলেন—

বাসুদেব তেয়াগিয়া অন্য দেবতারে,
সে অতি দুর্ম্মতি যেবা উপাসনা করে।
যথা তৃষ্ণাতুর জন জাহ্নবীর তীরে,
গঙ্গোদক ত্যজি চায় কূপ খনিবারে।

উত্তরোবাচ।

আলোল তুলসীমালা মারূঢ়ো বিনতা সুতং।
জ্যোতিরিন্দীবর শ্যাম মাবিরস্তু মমাগ্রতঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহং ॥ ২৮ ॥

ইদং পবিত্র মায়ুষ্যং সর্ব্বপাপ প্রনাশনং।
স্তোত্রং পাণ্ডবগীতাখ্যং ঋষিণা পরিকীর্ত্তিতং ॥ ২৯ ॥

যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায়
শৃণুয়াদ্বাপি যো নরঃ।
তস্য পুণ্যফলং কিঞ্চিৎ
বক্তব্যং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

গয়ায়াং গোসহস্রাণি
দানতঃ পিণ্ডদানতঃ।
যৎফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ
কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ ৩১ ॥

২৭। বিরাট রাজার সুতা উত্তরা সুন্দরী,
কৃষ্ণের সমক্ষে কহে করযোড় করি।

উত্তরা কহিলেন—

গরুড় বাহন প্রভু তুলসী ভূষণ,
জ্যোতিঃ ইন্দীবর শ্যাম ভকত রঞ্জন।
সর্ব্বদা বিরাজ কর অগ্রেতে আমার,
সবিনয়ে এই ভিক্ষা মাগি বার বার॥

২৮। সর্ব্বজন কৃত স্তব করিয়া শ্রবণ,
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ সহাস্য বদন।

কৃষ্ণ কহিলেন—

দ্বিঅক্ষরান্বিত এই কৃষ্ণ নাম মম,
যেই জন অহরহঃ করয়ে স্মরণ।
নরক হইতে ত্বরা উদ্ধারি সেজন,
সলিল ভেদিয়া উঠে নলিনী যেমন।

২৯। এই যে পবিত্র সর্ব্ব পাপ প্রনাশন,
পাণ্ডব গীতার্থে স্তোত্র ঋষির কীর্ত্তন।

৩০। প্রভাতে উঠিয়া যেবা শুনে কিবা পড়ে,
কেবা শক্তিমান তার পুণ্য বলিবারে।

৩১। গয়াতে সহস্র গাভী আর পিণ্ড দানে,
যেই ফল লাভ করে মর্ত্তে নরগণে;
ষোড়শ ভাগের ভাগ তুল্য নহে তার,
শ্রবণ পঠন ফল বর্ণে সাধ্য কার।

যৎফলং মথুরাং গত্বা
দৃষ্ট্বা যোগেশ্বরে হরৌ।
তৎফলং সম্যগাপ্নোতি
সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥

৩২। পুণ্যধাম মথুরাতে গিয়া কোন জন,
করে যদি যোগেশ্বর হরির দর্শন।
শ্রবণে পঠনে ইহা লভে সেই ফল,
সত্য সত্য ইহা ভব পারের সম্বল।

অনুবাদক কহিলেন—

হে কৃষ্ণ কমলাকান্ত কংশারি কেশব!
পশু পক্ষী কৃমি কীট স্থাবর জঙ্গম।
বিশ্বচরাচরে যাহা তোমাতেই সব,
আদি মধ্য অন্ত তুমি হে পুরুষোত্তম।

জীবন প্রভাতে হরি জ্ঞানের অভাব,
জীবন মধ্যাহ্নে ছয় রিপুর তারণ।
কত ভাবে আয়ু শেষ ছাড়িয়ে স্বভাব,
জীবন সায়াহ্নে হরি কি করি এখন।

রসনা করেনি তব নাম সংকীর্ত্তন,
শ্রবণ শুনেনি কভু তব নাম গান।
আশাবুকে তুমি বট পতিত পাবন,
অমৃত গরল তব সকলি সমান।

জীবনের অর্দ্ধগত নিদ্রার ছলনে,
জরা শিশু কত দিন গিয়াছে চলিয়া।
আসিছে কৃতান্ত ঐ আরক্ত নয়নে,
কাঁপিছে হৃদয় মোর থাকিয়া থাকিয়া।

অগতির গতি তুমি ওহে পরমেশ,
চোর রত্নাকর মুনি তব নাম গুণে।
পলে পলে অজপার হইতেছে শেষ,
নাশ ভব যাতায়াতে যাচে অকিঞ্চণে।

লিখিনু পুস্তক বহু শাস্ত্র আলাপন,
ইন্দ্রিয় আয়ত্তাধীন নারিনু করিতে।
চিন্তিতে নারিনু হরি সচঞ্চল মন,
এই মাত্র খেদ হরি রহিলেক চিতে॥

কেবল হৃদয় বল সম্বল আমার,
লঙ্কাপতি সীতা সতী করিল হরণ।
বিপদে শ্রীপদ দিলে মস্তকে তাহার,
আমিও পাইব দয়া দৃঢ় মোর মন॥

অন্তর্চক্ষু মানবের তপস্যাই সার,
বহির্চক্ষু নরের ইন্দ্রিয় যদি বশ।
কোনটাই না ঘটিল ললাটে আমার,
ইন্দ্রিয় আয়ত্তাধীন সংসারী-তাপস।

ষষ্টিসপ্ত বর্ষে এবে পদার্পণ মোর,
কাতরে দাঁড়িয়ে আছি কালের দুয়ারে।
কি ভ্রান্ত কাটেনি তবু মায়া মোহ ঘোর,
তোমা বিনে এসঙ্কটে কে বল নিস্তারে?

প্রাণান্তে কৃতান্ত হরি আসিবে যখন,
হরিবে দাসের প্রাণ মুদিব নয়ন।
কৃপা করি দিও হৃদে রাতুল চরণ,
ডঙ্কা মেরে যাব শঙ্কা না করি শমন॥

ভারত-সাবিত্রী।

মঙ্গলাচরণম্।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মূদীরয়েৎ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষং।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিং ॥

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

কৃষ্ণায় যাদবেন্দ্রায় জ্ঞানমুদ্রায় যোগিনে।
নাথায় রুক্মিনীশায় নমো বেদান্তবেদিনে ॥

ভারত-সাবিত্রী।

মূল।

নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
সঞ্জয়ং পরিপপ্রচ্ছ শোক-সন্তাপ-সংযুতঃ ॥১॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

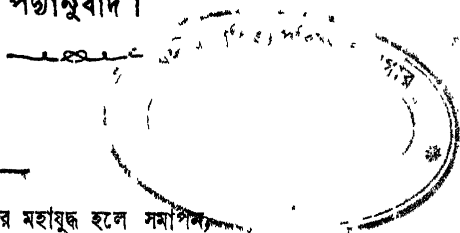
ব্রূহি সঞ্জয় যুদ্ধবৃত্তং যুদ্ধে তেষাং মহাত্মনাং।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ সংপ্রবৃত্তে মহাহবে ॥ ২ ॥

কে তত্র প্রমুখা যোধাঃ কে চ তত্র মহারথাঃ।
মহাবলশ্চ কে তত্র কেন তে বিনিপাতিতাঃ ॥৩॥

ভীষ্ম দ্রোণৌ কথং ভগ্নৌ
কর্ণ শল্যৌ কথং হতৌ।
পুত্রশ্চ মম মন্দাত্মা
কথং দুর্য্যোধনো হতঃ ॥ ৪ ॥

ভারত-সাবিত্রী।

পদ্যানুবাদ।



ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—

১। ভারতের মহাযুদ্ধ হলে সমাপন,
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র শোকাকুল মন।

২। সঞ্জয়ে সম্বোধি কহে বিষন্ন বদন,
শুনিতে বাসনা মম যুদ্ধ বিবরণ।

৩। কে ছিল প্রধান যোদ্ধা সে মহা সংপাতে,
মহারথী কেবা মহাবলী ছিল তাতে।
কাহার সহিত রণে কেবা হত হয়,
বিস্তারিয়া কহ মোরে অমাত্য সঞ্জয়।

৪। যুদ্ধেতে অজেয় মহা রথী ভীষ্মবীর,
কিরূপেতে দ্রোণাচার্য্য হ'ল ছিন্নশির।
কর্ণ শল্য কিরূপেতে মরিল সমরে,
মন্দমতি দুর্য্যোধন কিরূপেতে মরে।
মহাবলী দুর্য্যোধন প্রাণের তনয়,
বল রণে সে কেমনে নিপতিত হয়।

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ যথাবৃত্তং যথা দৃষ্টং ময়া প্রভো।
যথা তে নিহতাঃ সর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে মহাহবে ॥৫॥

তত্র যে প্রমুখা যোধা
যে চ তত্র মহারথাঃ।
মহাবলাশ্চ যে তত্র
যথা তে বিনিপাতিতাঃ ॥৬॥

ভীষ্ম দ্রোণৌ যথা ভগ্নৌ
কর্ণশল্যৌ যথা হতৌ।
পুত্রশ্চ তব মন্দাত্মা
যথা দুর্য্যোধনো হতঃ ॥ ৭ ॥

দুর্য্যোধনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

ইন্দ্রপ্রস্থং তিলপ্রস্থং
মাকুন্দং বারণাবতং।
দেহি চত্বার মে গ্রামান্
পঞ্চমং হস্তিনাপুরং ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন—

৫। যত হত হইয়াছে কুরুক্ষেত্র রণে,
যাহা দেখিয়াছি আমি জ্ঞানের নয়নে।
বর্ণনা করিব আমি শুন নৃপমণি,
শ্রবণ করুন মহাযুদ্ধের কাহিনী।

৬। সেই যুদ্ধে কোন্ যোদ্ধা আছিল প্রধান,
কেবা মহারথী ছিল কেবা বলবান।
কাহার সহিত কেবা কে করিল রণ,
কার হাতে কে মরিল করুন শ্রবণ॥

৭। হে ভূপতি মহারথী দ্রোণ মহাশয়,
বলি শুন কিরূপেতে ভীষ্ম হত হয়।
কিরূপেতে কর্ণ শল্য সমরে নিধন,
মন্দমতি তব পুত্র মরে দুর্য্যোধন॥

৮। আর এক কথা নৃপ বলিহে তোমায়,
সন্ধি হেতু কৃষ্ণ যবে এল, হস্তিনায়।
সেই সে সময় জান ওহে নরনাথ,
এই দুষ্ট ঘটনার হল সূত্রপাত।
শ্রীকৃষ্ণ নিযুক্ত যুধিষ্ঠির দৌত্য কাজে,
উপনীত রাজা দুর্য্যোধন সভা মাঝে।
পঞ্চ পাণ্ডবের হেতু পঞ্চগ্রাম চায়,
তাহাদের নাম বলি শুন নররায়।
মুকুন্দ বারাণাবত ওহে কুরুবর,
ইন্দ্রপ্রস্থ তিলপ্রস্থ হস্তিনানগর।

পঞ্চগ্রামানিমান্ রাজন্
যাচ্যমানঃ সুযোধনঃ।
শ্রুত্বা প্রোবাচ মন্দাত্মা
তব পুত্র সুদুর্ম্মতি ॥ ৯ ॥

সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যা চ মেদিনী।
তদর্দ্ধং নহি দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব।
এষ সন্ধি কৃতা যেন লক্ষ্যাস্তস্য স রোচতে ॥১০॥

যদা যদা দ্রক্ষ্যসি বানরধ্বজং
ধনুর্দ্ধরং পাণ্ডব মধ্যমং রণে।
গদাগ্রহস্তং ভ্রমিতং বৃকোদরং
তদা তদা দাস্যসি সর্ব্বমেদিনীং ॥ ১১ ॥

পঞ্চগ্রাম পায় যদি পাণ্ডু সুতগণ,
অশান্তি হইবে নাশ নাহি হবে রণ ॥

৯। পঞ্চগ্রাম চাহিলেন শ্রীকৃষ্ণ যখন,
মর্ম্মভেদী বাক্যেতে উত্তরে দুর্য্যোধন।

১০। হে ভুপতি অসৎ প্রকৃতি দুর্য্যোধন,
গর্জ্জিয়া কহেন কৃষ্ণে করি সম্বোধন।
সন্ধি হেতু পঞ্চগ্রাম তুমি ভিক্ষা কর,
আমাকে পাঠাতে বনে বাসনা তোমার।
পঞ্চগ্রাম অধীনেতে সমস্ত ভুবন,
এমন সন্ধিতে মম নাহি প্রয়োজন।
তীক্ষ্ণ সুচ্যগ্রেতে ভেদে যতদূর ভূমি,
বিনাযুদ্ধে তদর্দ্ধও নাহি দিব আমি।
যুদ্ধেতে মরিলে দিব সব রাজ্য ভার,
অখণ্ড্য প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণ জানিবা আমার।

১১। দুর্য্যোধন দৃঢ় বাক্য শুনি ভগবান,
তজ্জন্য উত্তর হরি করেন প্রদান।
মধ্যম পাণ্ডব যবে গাণ্ডীব ধরিয়া,
আসে যবে কপিধ্বজ রথ আরোহিয়া।
গদা মুষ্টিধারী ভীম দেখিবে যখন,
রণ মাঝে যবে ভীম ঘন আস্ফালন।
তখন পাণ্ডবে দিবে পৃথিবীর ভার,
নিশ্চয় তোমাকে আমি বলি বার বার।

বিদুর উবাচ।

অকৃতার্থো গতো রাজন্
সর্ব্বনাশো ভবিষ্যতিঃ।
ইদং সত্যং মহারাজ
কথিতো ভবতাগ্রতঃ ॥ ১২ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

পাণ্ডবানাং রণে যোধাঃ
সর্ব্বে বিষ্ণু পরাক্রমাঃ।
কৌরবাণাং রণে যোধাঃ
সর্ব্বে বীর পরাক্রমাঃ ॥ ১৩ ॥

অর্জ্জুন সাত্যকিশ্চৈব ধৃষ্টদ্যুম্নো ঘটোৎকচঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥
ভীমসেনঃ বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথাঃ।
ধৃষ্টকেতুঃ শিখণ্ডীশ্চ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান ॥
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥১৪॥

১২। সভাতে শুনিল যবে বিদুর সুধীর,
আপনাকে বলেছিল নত করি শির।
বিনয় বাক্যেতে বলেছিলেন বিদুর,
আপনার রাজলক্ষ্মী হইবেক দুর।
পূর্ব্বে যাহা বলেছিল বিদুর সুমতি,
সত্য সত্য সকল হইল ফলবতী॥

১৩। পাণ্ডবের যোদ্ধা বিষ্ণু তুল্য বলবান,
কৌরবের সৈন্য নিজ বলে বলীয়ান॥

১৪। আর নিবেদন করি শুন মহীপতি,
বলিব উভয় দলে কেবা মহারথী।
ঘটোৎকচ ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি অর্জ্জুন,
আর কেবা মহারথী বলি তাহা শুন
ভীমসেন সহ দেব বিরাট ভুপতি,
নকুল দ্রুপদ ধৃষ্টকেতু মহারথী।
কাশীরাজ শিখণ্ডী ও সুভদ্রা কুমার,
অভিমন্যু দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আর।
মহারথী মধ্যে তারা গণনীত হয়,
বিবরিয়া কহিলাম নৃপ মহাশয়॥

১৫। তদীয় কৌরব দলে শুন নৃপমণি,
চিত্রসেন পুরুজিত দুর্ম্মুখ শকুনি।
ভীষ্ম কৃতবর্ম্মা আর বিকর্ণ দরদ,
কৃপ দ্রোণ অশ্বত্থামা শল্য জয়দ্রথ।

শকুনিঃ সৌবালো রাজা দরদশ্চ মহারথাঃ।
চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ পূরমিত্রশ্চ দুর্ম্মুখঃ ॥
কৃতবর্ম্মাচ ভীষ্মশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ।
দ্রোণাচার্য্যঃ কৃপশ্চৈব অশ্বত্থামা তথৈবচ ॥
কর্ণো বৈকর্ত্তনঃ শল্যো বৃষসেন স্থূলস্তূষঃ।
ভুরিশ্রবাশ্চ বাহ্লীকো ভগদত্ত স্তথৈবচ ॥
উলূকঃ শশবিন্ধশ্চ রাজা দুর্য্যোধনস্তথা।
শল্যঃ সুদক্ষিণশ্চৈব মহাভাগো বিবিংশতিঃ ॥
দুঃশাসনো দুর্ম্মুখশ্চ প্রথিত পৃথুলক্ষণাঃ।
এতে মহারথা যোধাঃ ভারতে বৈ সমাশ্রিতাঃ ॥১৫॥

দেব দানব গন্ধর্ব্বৈ রসুরযক্ষ রাক্ষসৈঃ।
অজেয়া স্ত্রিষু লোকেষু তেন তে হি মহারথাঃ ॥১৬॥

দ্রোণঃ দ্রৌণিঃ কৃপঃ কর্ণো বৃষসেন স্থূলস্তূষঃ।
ভুরিশ্রবাশ্চ বাহ্লীকো ভগদত্ত স্তথৈবচ ॥
উলূকঃ শকুনিশ্চৈব শশবিন্ধশ্চ পার্থিবঃ।
মহাপরাক্রমো ভীষ্মঃ শল্যশ্চসোমদত্তিবৈ ॥
শল্যশ্চৈব সুদক্ষিণঃ কৃতবর্ম্মা বিবিংশতিঃ।
চিত্রসেনো দুর্ম্মুখশ্চ বিকর্ণশ্চ মহাহবে ॥
এতে দ্বাবিংশকা যোধাঃ মহারথাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥১৭॥

কর্ণ বৃষসেন অলম্বুশ সুদক্ষিণ,
বাহ্লীক ভুরিশ্রবা উলূক প্রবীন।
শশবিন্দ ভগদত্ত আর দুর্য্যোধন,
দুর্ম্মুখাদি মহারথী সহ দুঃশাসন।
যে সকল মহারথীর করিলাম নাম,
সকলেই করেছিল ভারত সংগ্রাম।

১৬। গন্ধর্ব্ব রাক্ষস যক্ষ দেব কি দানব,
অজেয় ত্রিলোক ক্ষতে মহারথী সব।

১৭। দ্রোণ দ্রোণী কৃপ কর্ণ বৃষসেন বীর,
অলম্বুষ ভুরিশ্রবা বাহ্লীক সুধীর।
শশবিন্দ ভগদত্ত উলুক শকুনি,
মহা পরাক্রমশালী ভীষ্ম কুরুমণি।
কৃতবর্ম্মা সৌমদত্ত শল্য সুদক্ষিণ,
বিকর্ণ ও বিবিংশতি আর চিত্রসেন।
দুর্ম্মুখ সহিত এই দ্বাবিংশতি জন,
মহারথী মধ্যে তাঁরা গণনীয় হন॥

১৮। যুধিষ্ঠির ভীমসেন আর দুর্য্যোধন,
দুর্ম্মুখ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাট রাজন।
এই ছয়জন যোদ্ধা শুনহে নৃপতি,
যোদ্ধা মধ্যে তাঁহারা বটেন অর্দ্ধরথী॥

দুর্য্যোধনো দুর্ম্মুখশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনোবিরাটশ্চ ষড়েতেহর্দ্ধরথাঃ স্মৃতাঃ ॥১৮॥

অথ ভারতপর্ব্ব কথনং।

আদিপর্ব্বঃ সভাপর্ব্ব আরণ্য পর্ব্ব এবচ।
বিরাটপর্ব্বো-বিজ্ঞেয়ং চতুর্থং তদনন্তরং।
উদ্যোগং পঞ্চমং পর্ব্ব ভীষ্ম পর্ব্ব স্ততঃপরং।
সপ্তমং দ্রোণপর্ব্বঃ স্যাৎ কর্ণপর্ব্ব-স্ততঃপরং।
নবমং শল্যপর্ব্ব স্যাৎ দশমং সৌপ্তিকং তথা।
স্ত্রীপর্ব্বৈকাদশং জ্ঞেয়ং শান্তিপর্ব্ব স্ততঃপরং।
পর্ব্বানুশাসিকং পর্ব্বং চাশ্বমেধিকমেবচ।
আশ্চর্য্যপর্ব্ববিখ্যাতং পর্ব্বব্যাসা শমং তথা।
ষোড়শং মৌষলং জ্ঞেয়ং মহাপ্রস্থানিকং ততঃ।
আরণ্যং সপ্তদশমং স্বর্গারোহণমেবচ।
ইত্যষ্টাদশপর্ব্বাণি ভারতে সংস্থিতানি বৈ।১৯।

হেমন্ত-প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী।
প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্র যব-দৈবতে ॥ ২০ ॥

ভীষ্মাদির অস্ত্রপ্রয়োগ প্রশংসা।

দূরপাতী ভবেদ্ভীষ্ম আচার্য্যো লঘুহস্ততা।
কর্ণোদৃঢ়-প্রহারিত্বং ত্রীণ্যেতানি সমানি চ ॥ ২১ ॥

১৯। ভারত পর্ব্ব যথা—
আদিপর্ব্ব সভাপর্ব্ব আরণ্যক পর,
বিরাট চতুর্থপর্ব্ব হয় তদন্তর।
পঞ্চম উদ্যোগপর্ব্ব ভীষ্মপর্ব্ব ছয়॥
সপ্তমেতে দ্রোণ, কর্ণপর্ব্ব অষ্ট হয়,
শল্য যে নবমপর্ব্ব সৌপ্তিক যে দশ।
তৎপরে নারীপর্ব্ব বটে একাদশ,
দ্বাদশেতে শান্তিপর্ব্ব ওহে নরবর!
ত্রয়োদশে অনুশাসিকপর্ব্ব তদন্তর,
অশ্বমেধ চতুর্দ্দশ দ্রোণ পঞ্চদশ।
কৃষ্ণ তিরোধান যাহে মুষল ষোড়শ॥

২০। ভরণী নক্ষত্র শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশে,
আরম্ভ ভারত যুদ্ধ মার্গশীর্ষ মাসে

ভীষ্মাদির অস্ত্রপ্রয়োগ প্রশংসা।

২১। ভয়ানক যোদ্ধা ভীষ্ম শান্তনু তনয়,
বহুদূর থাকি তিনি বাণ প্রহারয়।
দ্রোণাচার্য্য লঘু হস্তে বাণক্ষেপ করে,
অল্পক্ষণে বহু বাণ নিক্ষেপিতে পারে।
দেখিতে না পায় কেহ ধনু আকর্ষণ,
অলক্ষ্যেতে করে ধনুর্ব্বাণ বরিষণ।

অথ অর্জ্জুনের শিক্ষা প্রশংসা।

একদা গ্রহণে চৈব সন্ধানে দশধাঃ শরাঃ।
প্রক্ষিপ্তে শতধা যান্তি নিপতন্তি সহস্রধাঃ ॥২২॥

ভীমসেনের প্রশংসা।

শ্রুতেন ব্যবসায়েন ধৃষ্ট শিখি-বলেন চ।
ভীমসেন সমো নাস্তি সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৩॥

রথং রথেন যো হন্যাৎ কুঞ্জরং কুঞ্জরেণ চ।
কস্তস্য সমরে স্থিতঃ সাক্ষাদ্দেব পুরন্দরঃ ॥২৪॥

ভীমসেন সমোবীরো
ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
পবনস্যৌরসো রাজন্
তেজসা চৈব তৎ-সমঃ ॥ ২৫ ॥

কর্ণ প্রহারিত বাণ দৃঢ় অতিশয়,
শরাঘাত শত্রুগণে সহ্য নাই হয়।
ত্রিনগুণ একাধারে ধরে ধনঞ্জয়,
তাই পার্থ সম যোদ্ধা দুর্ল্লভ নিশ্চয় ॥

২২ তুণ হইতে পার্থ যদি এক বাণ লয়,
ধনুকে যোজনাকালে দশ বাণ হয়।
ধনু হ'তে যাইতেই শতবাণ ধায়,
সহস্র হইয়া পড়ে অরাতির গায়।

ভীমের প্রশংসা।

২৩ অস্ত্র বিনিশ্চয়ে কিবা শাস্ত্র আলোচনে,
বল পরাক্রমে কিবা শত্রুর দলনে।
কুরু পাণ্ডু দুই দলে ভীমের সমান,
বল বীর্য্যে কেহ নহে হেন বলবান ॥

২৪। রথে রথ মারে আর কুঞ্জরে কুঞ্জর,
কে দাঁড়াবে ভীম-অস্ত্রে যেন পুরন্দর

২৫। মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি ওহে নরনাথ,
নাহিক এমন বীর ভীমের সাক্ষাৎ।
সমরেতে ক্লান্তি বোধ কভু নাই করে,
সহস্র অযুত হস্তি-পরাক্রম ধরে।
বায়ুর তনয় বলে বায়ুর সমান,

অর্জ্জুনেন হতো ভীষ্মো
মাঘে মাসি সিতাষ্টমী।
মাঘেমাস্যসিতাষ্টম্যাং
সায়ং শরশয়ো হি সঃ ॥ ২৬ ॥

নবম্যাং ধৃষ্টকেতুশ্চ
হতো রাজা মহাবলঃ।
দশম্যামথ সৌভদ্র
একাদশ্যাং জয়দ্রথঃ ॥ ২৭ ॥

দ্বাদশ্যামর্দ্ধরাত্রে তু হতো বীরো ঘটোৎকচঃ ॥২৮॥

আকর্ণ-পলিতঃ শ্যামো
বয়সাশীতিকো দ্বিজঃ।
রণে পর্য্যটিতঃ দ্রোণো
বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ ॥ ২৯ ॥

যে দিবসে যে রথী হত হইয়াছে তাহা শ্রবণ করুন।

২৬। যেই দিনে যেই রথী হইয়াছে হত,
ক্রমেতে বলিব আমি শুন নরনাথ।
মার্গশীর্ষ কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমী যে তিথি,
পার্থ সনে যুদ্ধ করে ভীষ্ম মহারথী।
অষ্টমী সন্ধ্যাতে ভীষ্ম শরশয্যা করে,
মাঘ শুক্লা অষ্টমীতে দেহ পরিহরে॥

২৭। কৃষ্ণা নবমীতে ধৃষ্টকেতু পরে রণে,
সপ্তরথী মিলি যুঝে অভিমন্যু সনে।
বিক্রম দেখায় বহু সুভদ্রা নন্দন,
দশমী তিথিতে তিনি ধরাশায়ী হন।
একাদশীর অপরাহ্নে বীর জয়দ্রথ,
অর্জ্জুনের বাণে হল সমরে নিহত॥

২৮। কৃষ্ণা দ্বাদশীর নিশি মার্গশীর্ষ মাসে,
ভীমপুত্র ঘটোৎকচে কর্ণবীর নাশে।

২৯। আকর্ণ হইতে সর্ব্ব দেহ স্থিত কেশ,
গলিত পলিত আর সুশুভ্র বিশেষ।
শ্যামবর্ণ দ্বিজ দ্রোণ অশীতি বৎসরে,
ষোড়শ বৎসরবৎ ভ্রমেন সমরে।

ত্রয়োদশ্যান্তু মধ্যাহ্নে ভরদ্বাজো নিপাতিতঃ।
কৃত্বা পঞ্চদিনং যুদ্ধং ধৃষ্টদ্যুম্নেন ভূমিপঃ ॥ ৩০ ॥

চতুর্দ্দশ্যান্তু সন্ধ্যায়াং কর্ণো বৈকর্ত্তনো হতঃ।
সূর্য্যপুত্রো যদা কর্ণঃ পার্থেন বিনিপাতিতঃ।
তথাচোর্দ্ধোত্থিতা ভূমিরঙ্গুল্যামেকবিংশতিঃ ॥৩১॥

তস্যান্তিথৌ চার্দ্ধরাত্রে সর্ব্বে সেনাঃ সমাহতাঃ ॥৩২॥

ততঃ প্রভাতসময়ে বিরাটদ্রুপদৌ হতৌ।
ভূরিশ্রবাশ্চ বাহ্লীকঃ শকুনিশ্চ হতস্তথা ॥
তস্যাঞ্চৈবার্দ্ধবেলায়াং নিহতঃ শল্য এবচ ॥৩৩॥

অমাবস্যাতু সন্ধ্যায়াং
রাজা দুর্য্যোধনো হতঃ।
ততঃ প্রত্যুষ-সময়ে
দ্রোণিনা সৌপ্তিতো হতঃ ॥ ৩৪ ॥

৩০। হে ভূমিপ! মহাবীর দ্রোণ মহাশয়,
ভরদ্বাজ মহাঋষির সুপ্রিয় তনয়।
অষ্টমী হইতে তিনি ক'রে প্রাণপণ,
দ্বাদশী পর্য্যন্ত তিনি করেছেন রণ।
ত্রয়োদশী তিথি কালে মধ্যাহ্ন সময়,
ধৃষ্টদ্যুম্ন হাতে তাঁর শিরশ্ছিন্ন হয়॥

৩১। চতুর্দ্দশী তিথি যোগে সন্ধ্যার সময়,
অর্জ্জুনের হাতে কর্ণ ধরাশায়ী হয়।
রণেতে নিধন যবে কর্ণ মহাবলী,
বসুমতী উঠে ঊর্দ্ধে একুশ অঙ্গুলি॥

৩২। সেই চতুর্দ্দশী মধ্যে রাত্রির সময়,
প্রায়ত সকল সেনা নিপতিত হয়।
ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী এ দিবস দ্বয়,
মহারণ করি কর্ণ ধরাশায়ী হয়।

৩৩। পরদিন অমাবস্যা প্রভাত সময়,
ভূরিশ্রবা বিরাট দ্রুপদ হত হয়।
সংগ্রামেতে শকুনি পরিল যেই দিনে।
যুধিষ্ঠির হাতে শল্য মরে সেই রণে॥

৩৪, ৩৫। অমাবস্যা সন্ধ্যাকালে ভীমসেন করে,
উরুভঙ্গে কুরুপতি পড়িল সমরে।
নিদ্রাগত ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৃষ্ণা-পঞ্চ সুত,
প্রত্যুষকালেতে অশ্বত্থামা হাতে হত।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো হতো যত্র দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ ॥৩৫॥

রথং রথসহস্রেভ্যঃ শতমশ্ব গজে গজে।
প্রত্যক্ষে শতধানুষ্কা ধানুষ্কাদ্দশচর্ম্মিণঃ ॥ ৩৬ ॥

ষষ্টিরথ-সহস্রাণি মম পুত্রস্য বাহিনী।
এতৈঃ সৈন্যৈঃপরিবৃতঃ
কথং দুর্য্যোধনো হতঃ।
কথং দুর্য্যোধনো রাজা
ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥ ৩৭ ॥

পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্রের পঞ্চত্ব শুনিয়া,
হর্ষ বিষাদেতে পূর্ণ দুর্য্যোধন হিয়া।
অবৈধ কার্য্যেতে অশ্বথামার অপমান,
হর্ষ বিষাদেতে মরে কৌরব প্রধান॥

৩৬। শোকেতে আকুল হয়ে অন্ধ নরপতি,
জিজ্ঞাসা করেন প্রশ্ন সঞ্জয়ের প্রতি।
হে সঞ্জয়! মম প্রশ্ন কর অবধান,
উত্তর করহ তুমি হয়ে সাবধান।
এক রথী পশ্চাতে সহস্র রথ হয়,
এক রথের পাছে শত মাতঙ্গ নিশ্চয়।
প্রত্যেক হস্তীর পাছে অশ্বরথী শত,
শত ধনুর্দ্ধর অশ্বারোহীর পশ্চাত।
প্রতি ধনুর্দ্ধারী আছে রক্ষী দশ জন,
অসিচর্ম্মধারী যারা পদাতিকগণ।

৩৭। ষাটি সহস্রেক মম পুত্রের বাহিনী,
এত সৈন্যযুত দুর্য্যোধন নৃপমণি।
কেমনে মরিল পুত্র ভীমসেন করে,
হে সঞ্জয় বিবরিয়া বলহে আমারে।
কেমনে মরিল মোর হেন দুর্য্যোধন,
বিস্মিত হয়েছি আমি করিয়া শ্রবণ।

দিবাশয়ানো মে পুত্রা ন রাত্রৌ দধিভোজিনঃ।
গুর্ব্বিণীং নানুসেবন্তে নস্পৃশন্তি রজস্বলাং।
উপাসিনাং ত্রয়ঃসন্ধ্যাং কথং মৃত্যু বশং গতাঃ ॥৩৮॥

সঞ্জয় উবাচ।

তামাপতন্তীং কুরুরাজ সেনাং
সমুদ্রভেলামিব দুর্নিবারং।
বিনাশয়ত্যেকরথেন পার্থ
শ্চিত্রাঙ্গতঃ সূর্য্য ইবাম্বুবৃষ্টিং ॥ ৩৯ ॥

ব্রাহ্মণেষু চ দেবেষু গোষু স্ত্রীষু চ নির্দ্দয়াঃ।
বৃক্ষাদিব ফলং পক্কং ধৃতরাষ্ট্র পতন্তি তে ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে নচ যে স্পৃষ্টা গজবাজিপদাতয়ঃ।
স্বল্পকালে বিলীয়ন্তে আমপাত্র মিবাম্ভসা ॥ ৪১ ॥

৩৮। মম সুত দিনে কভু করেনি শয়ন,
রজনীতে দধি নাহি করেছে ভোজন।
গুরুজনভার্য্যা কভু করেনি গমন,
রজস্বলা স্পর্শ না করিল কদাচন।
নির্লিপ্ত এসব পাপে আমার তনয়,
অকালেতে মৃত্যু তবে কেন হে সঞ্জয়॥

৩৯। সত্যই তো খেদ রাজা হইতেছে মনে,
অশুভ না ঘটে কভু কারণ বিহনে।
দুর্য্যোধন বহু সৈন্য আছে সত্য বটে,
একা অর্জ্জুনের হাতে পরাভব ঘটে।
অগাধ বারিধি সম কৌরবের দল,
একা অর্জ্জুনের হস্তে পরাস্ত সকল।
রবি হৈলে চিত্রানক্ষত্রের অন্তর্গত,
শোষেন বৃষ্টির জল যেমন তাবত॥

৪০ দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু আর নারী প্রতি,
নির্দ্দয়াচরণ যেবা করে হে ভূপতি।
বৃক্ষাদির ফল যেন পক্ক হ'লে পড়ে,
আপনার পাপে তথা আপনিই মরে।
৪১ হস্তি অশ্ব পদাতিক নিয়ে অগণন,
দর্পভরে করে যেবা ব্রহ্মাণ্ড পেষণ;
অল্পদিন মধ্যে নষ্ট সেই জন হয়।
কাঁচা মাটীর পাত্র যথা জলে পায় লয়।

অধর্ম্মেণৈব রাজেন্দ্র পুত্রাস্তে বিনিপাতিতাঃ।
তস্মাদধর্ম্মং স্মৃত্বা চ রাজন্ মাখিদ মাশুচঃ ॥৪২।

প্রত্যক্ষং বাসুদেবস্য ধর্ম্মরাজ সুতস্য চ।
নৈতাদৃশং ভবেদ্‌যুদ্ধং ক্ষত্রিয়ানাং জয়েসিনাং।
যাদৃশং ভীমসেনেন বৃত্তঃ দুর্য্যোধনস্য চ ॥৪৩॥

ভর্জ্জতো ভর্জ্জতো রাজা
শত্রুভিশ্চাপকারিভিঃ।
ন চক্রেণ ন ধনুষা
খড়্গেন ন চ আয়ুধৈঃ।
গদাযষ্টি প্রহারেণ
কিলকৈ বিনিপাতিতঃ ॥৪৪॥

এবমষ্টাদশাহানি চাক্ষৌহিণ্যা দিনে দিনে।
অন্যোহন্যং ক্ষয়তো মাপঃ পরস্পরজয়াস্পদঃ ॥৪৫।

৪২। কেবল অধর্ম্ম দোষে হে মহারাজন,
আপনার পুত্রগণের হয়েছে মরণ।
নিজকৃত পাপ কর্ম্ম নিজে নিজে স্মরি,
চিত্ত স্থির কর, শোক খেদ পরিহরি॥

৪৩। ধর্ম্মরাজপুত্র আর কৃষ্ণ সন্নিধানে,
যেই যুদ্ধ হয়েছিল ভীম দুর্য্যোধনে।
জন্মেছ ক্ষত্রিয় মধ্যে এমন সমর,
দেখি নাই শুনি নাই কি বিস্ময়কর।

৪৪। পরস্পর শত্রু মাঝে যুদ্ধ ঘোরতর,
একেতে বিনাশ করে সৈনিক অপর।
কিন্তু ভীমে দুর্য্যোধনে করিল যে রণ,
খড়্গ চক্র ধনুর্ব্বাণের নহে প্রয়োজন।
গদা যষ্টি মুষ্টি আর কিলের প্রহারে,
তব পুত্র দুর্য্যোধনে ভীমসেন মারে॥

৪৫। এইরূপ অষ্টাদশ দিন ছিল রণ,
ঘোরতর কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ সংঘটন।
পরস্পর জয়াস্পদ করিবারে জয়,
প্রতিদিন এক অক্ষৌহিনী সেনা ক্ষয়॥

দিনানি দশ ভীষ্মেণ ভারদ্বাজেন পঞ্চমং।
দিনদ্বয়ন্তু কর্ণেন শল্যস্যার্দ্ধদিনং তথা॥
দিনার্দ্ধং তু গদাযুদ্ধ মেতদ্ভারত মুচ্যতে॥৪৬॥

সঞ্জয় উবাচ।

যৎ সংগ্রামে মহাযজ্ঞে দীক্ষিতোহয়ং যুধিষ্ঠিরঃ।
হোতার মর্জ্জুনং কৃত্বা যজমানো যুধিষ্ঠিরঃ॥৪৭॥

গাণ্ডীবঞ্চ স্রুবং কৃত্বা হুয়তে চাপি নিত্যশঃ।
যুদ্ধযজ্ঞে পবিত্রাণি ক্রিয়ন্তে তানি নিত্যশঃ॥
অযাজ্ঞিকশিবো মহাদেবো মাত্র বিবর্জ্জিতঃ॥৪৮॥

৪৬। আদি দশ দিন যুঝে শান্তনু তনয়,
যুঝিলেন পঞ্চদিন দ্রোণ মহাশয়।
দুইদিন যুদ্ধ কৈল কর্ণ মহারথী,
অর্দ্ধদিন কৈল যুদ্ধ শল্য মদ্রপতি।
তদর্দ্ধ দিবস নৃপ গদাযুদ্ধ করি,
দুর্য্যোধন হত রণে ধরা পরিহরি।
অষ্টাদশ দিন কুরু পাণ্ডবের রণ,
ইহাই ভারত যুদ্ধ বলি উক্ত হন॥

৪৭। এ ভারত মহাযুদ্ধ মহাযজ্ঞ জানি,
দীক্ষিত হইল তাহে ধর্ম্ম নৃপমণি।
দ্রষ্টা ও সদস্য ছিল কৃষ্ণ ভগবান,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বয়ং যজমান।
এই যজ্ঞে হোতৃ কার্য্যে পার্থ মহাশয়,
অতঃপর কহি শুন অন্য সমুদয়।

৪৮। শ্রুব করি অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনুখান,
মহাযজ্ঞে সেই করে আহুতি প্রদান।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যকে নৃপতি!
পবিত্র করিয়া দিল যজ্ঞেতে আহুতি।
এই যজ্ঞে নাহি ছিল মাত্র মহেশ্বর,
অযাজ্ঞিক অমরণধর্ম্মী মাত্র হর॥

ফলশ্রুতিঃ।

ইমাং ভারতসাবিত্রীং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ দুর্গমে বিষমেঽপি চ॥
ন তস্য প্রাণসন্দেহঃ কার্য্যসিদ্ধিশ্চ জায়তে॥৪৯॥

অহোরাত্র কৃতং পাপং শ্রবণাদস্য নশ্যতি।
স্নানং পুষ্করতীর্থস্য হেমশৃঙ্গী শতস্য চ॥
দত্তস্য ফলমাপ্নোতি সদ্য স্তুষ্যতি কেশবঃ।
অশ্বমেধাযুতং পুণ্যং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ॥৫০॥

শ্রাদ্ধকালে পঠেদ্‌যস্তু শুচির্ভুত্বা সমাহিতঃ।
পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি বর্ষাণামেকবিংশতিঃ॥৫১॥

অবগাহে তু গঙ্গায়াং মাতরং পিতৃদেবতাং।
পঠেদ্ভারতসাবিত্রীং তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥৫২॥

ফলশ্রুতি ।

৪৯ প্রভাতে উঠিয়া শুচি পূর্ব্বক যে জন,
করে এই ভারত-সাবিত্রী অধ্যয়ন ।
দিবা কিংবা রাত্রিকালে যদি পাঠ করে,
বিষম শঙ্কট হ'তে অনায়াসে তরে ।
দুর্গমেতে নাহি প্রাণ বিয়োগের ভয়,
অভিলাষ মতে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয় ॥

৫০ দিবস রজনী কৃত যত পাপ হয়,
ভারত-সাবিত্রী পাঠ শ্রবণে নাশয় ;
পুষ্করাদি যত পুণ্য তীর্থ হেন স্থানে,
ভারত সাবিত্রী পাঠ হয় যেই থানে ।
সুবর্ণ-মণ্ডিত-শৃঙ্গ শত ধেনু দানে,
যে ফল, তাফলে ইহা পঠনে শ্রবণে ।
তার প্রতি প্রীত সদা কৃষ্ণ দয়াময়,
অযুতাশ্বমেধকারী তুল্য সে নিশ্চয় ॥

৫১ । শুচি সমাহিত চিত্ত হ'য়ে যেই জন,
শ্রাদ্ধকালে করে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন ।
সেই এক শ্রাদ্ধে তৃপ্তি জনমে এমন,
একবিংশ শ্রাদ্ধে তৃপ্ত যথা পিতৃগণ ।

৫২ । যত ফল হয় স্নানে জাহ্নবীর জলে,
মাতৃ পিতৃ সেবা কৈলে যত ফল ফলে ।
ভারত-সাবিত্রী পাঠে তত পুণ্য হয়,
শ্রোতা বক্তা উভয়ের মুক্তি বিনিশ্চয় ॥

ব্রহ্মহা স্বর্ণহারী চ মাতৃহা পিতৃহা তথা।
ভিত্বা পাপানি বৈ যান্তি দ্বৈপায়নবচো যথা।
ইমাং ভারতসাবিত্রীং ব্যাসেনোক্তং মহর্ষিণা ॥৫৩॥

ইতি ভারত-সাবিত্রী সমাপ্ত।

৫৩। ব্রহ্মহত্যা স্বর্ণচুরি মাতৃহত্যা আর,
পিতৃহত্যা পাপ যদি থাকয়ে কাহার।
ভারত-সাবিত্রী বেদব্যাস বিরচিত,
শ্রবণে পঠনে মুক্তি হয় সুনিশ্চিত॥

অনুবাদ সমাপ্ত।



সম্পাদকের সন্দেশ।

ত্রয়োদশ পুত্র জন্মে এ প্রসূতি-ঘরে,
তাহাদের নাম আমি লিখি পরে পরে।
আদি পুত্র "আমার খেয়াল" নাম যার,
"মানস কুসুম" মম দ্বিতীয় কুমার।
"ভগবদ্ গীতাচ্ছায়া" তৃতীয় সন্ততি,
চতুর্থ তনয় মম "গীতাভগবতী।
"স্তোত্রাবলী" বলি যারে পঞ্চম তনয়;
"জগত রহস্য" মম ষষ্ঠ সুত হয়।
"চৈতন্য সঙ্কেত পাপরহস্য" সপ্তম,
পবিত্র "উত্তরগীতা" তনয় অষ্টম।
"জ্ঞান সঙ্কলিনী" যিনি জ্ঞান করে দান,
প্রাণাধিক প্রিয় মম নবম সন্তান।
এই যে "পাণ্ডব গীতা" দশম কুমার,
একাদশ "ভারত সাবিত্রী" নাম যার।
মস্তিষ্ক-প্রসূত এই এগার তনয়,
নগেন্দ্র জিতেন্দ্র মম দেহজাত দ্বয়।
বিনোদিনী সুধারাণী আমোদিনী আর,
সুহাসিনী সহ চারি দুহিতা আমার।
ত্রয়োদশ পুত্র আর কন্যা চতুষ্টয়,
পৌত্র পৌত্রী প্রপৌত্রী দৌহিত্র সুখময়;
সুখদ স্বজন দরশন করি সুখে,
কাশী প্রাপ্তি হৌক মম কৃষ্ণ জপি মুখে।

পঞ্চেতে মিশিবে পঞ্চ কিবা চিন্তা তার,
মৃত্যুকালে মাত্র করি হরিনাম সার।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
অন্তকালে প্রাণপাখী যেন যায় চলি।

আশীর্ব্বাদ।

শ্রীমান্ নগেন্দ্র বিদ্যাবিনোদ সুধীর,
যার লাগি বিভু কাছে নত করি শির।
আমার পুস্তকে যাঁর এতই আদর,
সংশোধন জন্য যাঁর শ্রম অকাতর।
কত নরে শিরে ধরে তাঁর আশীর্ব্বাদ,
(আমি) বৃদ্ধ বলি, দুহাত তুলি দিনু আশীর্ব্বাদ।
ছাড়িয়া ব্যবসা আশা, আশা করে যাঁরে,
আসুক তাঁর আশা মত হৃদয় আসরে॥
এমন সজ্জন স্বার্থহীন জ্ঞানী গুণী,
আমার চট্টলে যেন জন্মে পুনি পুনি।
গীতার গোপন কথা পুরাণের সার,
যাহা হ'তে হল এই চট্টলে প্রচার।

মৎ প্রকাশিত ও বিরচিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থ সমূহের সুধীগণ কৃত কতিপয় সমালোচনা।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল পূজ্যপাদ
শ্রীযুক্ত বাবু শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—

ভূস্বামী ধনিকো বণিক্ পথগতো নানাবিধৈঃ কর্ম্মভি
র্বদ্ধো যদ্যপি নিত্যমেব সুকবিঃ সাহিত্যমাসেবতে।
দীর্ঘং জীবতু শ্রীবাণী প্রিয়সুতঃ ক্ষেমেশ চন্দ্রঃ মনো
বিপ্রো দীন শিবাপ্রসন্ন ইদমীশানং সদা যাচতে॥

৫নং রামকান্ত মিস্ত্রি লেন,
চাঁপাতলা, কলিকাতা।
২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ সাল।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য,
হাইকোর্টের উকিল।

"ভারত ধর্ম্মমণ্ডলীর" ধর্ম্ম প্রচারক বক্তা, বর্ত্তমান পটীয়া হাই স্কুলের
হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত কাব্য-সাংখ্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী
মহাশয় লিখিয়াছেন—

শ্রীসচ্চিদানন্দ নিকেতনেষু—

মাননীয় কবিরঞ্জন মহাশয়,

আপনার প্রেরিত "জগৎ রহস্য", "পাপরহস্য" ও স্তোত্রাবলী ব্যতীত সকল পুস্তকই আমি উপহাররূপে পাইয়াছি। আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়া যে ধীরে ধীরে বঙ্গবাণীর শ্রেষ্ঠ সাধক হইতে চলিয়াছেন এমন নহে, সঙ্গে সঙ্গে বার্দ্ধক্য দশার একমাত্র সম্বল

ধর্ম্মালোচনার অবলম্বন দ্বারা যৌবন ও প্রৌঢ় জীবনের পঙ্কিল মানস-সরোবরকে শুদ্ধ, স্বচ্ছ স্ফটিকবৎ করিয়া আত্ম-প্রতিবিম্বও নিরীক্ষণ করিতেছেন। "জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্রের" পদ্যানুবাদ প্রয়াস তাহার তৃতীয় নিদর্শন। আপনি একদিকে যেমন পরস্পর বিরোধিনী মা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সমান আদরের পাত্র, অন্যদিকে তেমনই আবার ধর্ম্ম ও অর্থের নিত্য বিরোধ আপনাতেই মীমাংসিত ও সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

"জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র" তন্ত্র শাস্ত্রের অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব এবং শারীর তত্ত্ব বিশেষ প্রয়োজনীয়রূপে লিখিত আছে। ঐ সকল বঙ্গানুবাদ ও বেশ সহজ সরল অথচ মূলের অনুযায়ী হইয়াছে। গুরুমুখে উপদিষ্ট হইয়া এই গ্রন্থবর্ণিত খেচরী মুদ্রা সাধন করিলে জনসাধারণ সর্ব্ববিষয়ে উপকৃত হইবেন। এ সকল গূঢ় বিষয়কে আপনি সংস্কৃত ভাষার গণ্ডী ছাড়াইয়া সাধারণের জ্ঞাতব্যরূপে উপস্থিত করিয়া বস্তুতঃই দেশের কল্যাণ করিতেছেন। আপনার ধর্ম্মসংমিশ্রিত সাহিত্য সাধনায় শুধু যে বঙ্গ সাহিত্য গৌরবান্বিত হইবে এমন নহে, বাঙ্গালার ধর্ম্ম জীবনেরও অনেক অভাব অন্ধকার দূরীভূত হইবে। প্রার্থনা করি, অনন্ত শক্তিময়ী জগজ্জননীর চির শুভাশীষে আপনার কর্ম্মশক্তি ও প্রবৃত্তি পুনর্যৌবন লাভ করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

পটীয়া হাই স্কুল, চট্টগ্রাম। | শ্রীচন্দ্রকান্ত কাব্য-সাঙ্খ্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী।
২৫।৭।১৭ ইং। | হেড্ পণ্ডিত।

প্রিয় মহাশয়,

আপনার প্রেরিত পুস্তকাদি যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি ও পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম, বৃদ্ধ বয়স ও বহুদর্শিতার গুণে আপনি যেমন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন ও নানাপ্রকার ঘাত প্রতিঘাত মানব জীবনে যে মুক্তিপথ-প্রদায়িনী ভক্তি মার্গের বিকাশ হয় আপনার লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া আমার বিশ্বাস সর্ব্ব সাধারণ তাহা স্বীকার করিবেন। আশা করি এই বৃদ্ধ বয়সের লেখনি আপনার নাম ও কীর্ত্তি অমর করিয়া রাখিবে।

আপনি দেবালয় সমিতির সদস্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য আমি সমিতির পক্ষ হইতে ও আমার নিজের পক্ষ হইতে আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দেবালয়, ২১০-৩-২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা, ৯ই জুলাই ১৯১৭ ইং।

শুভার্থী—
শুদ্ধানন্দ।

পেন্‌সন্ প্রাপ্ত দারোগা সাহেবের ভাবোচ্ছাস।

সাধু কবিরঞ্জন জানাই সেলাম।
পাইয়া পুস্তকদ্বয় সুখী হইলাম॥
পুস্তক খুলিয়া দেখি পাঠের কারণ।
মহাশয় চিত্র এক নয়ন রঞ্জন॥
কেহে! তুমি যোগাসনে নামাবলী গায়।
সৌম্য মূর্ত্তি ধীর কান্তি অজিন শয্যায়॥
ছাপা নামাবলী কিবা না পাই ভাবিয়া।
ছাপা নাম ফুটিয়াছে চর্ম্ম বিদারিয়া॥

ভাবেতে বিভোর দেখি ধ্যানে মগ্ন মন।
ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া যেন উর্দ্ধেতে গমন॥
কাহার চিন্তায় রত ওহে যোগীবর।
বিষয় সংসার হতে যোগ ভাবান্তর॥
পুস্তক দক্ষিণ করে করিয়া ধারণ।
ভাবে গদ গদ চিত্ত পাঠে নাই মন॥
তেজপুঞ্জ সন্ন্যাসী দেখিয়া ভক্তি হয়।
আপনিই কি মা ধর্মী রক্ষিত মহাশয়?
শাল জোড়া গাড়ী ঘোরা ঘড়ির বাহার।
দেখিয়াছি সেই বেশে পূর্ব্বে শতবার॥
সহস্র গুণেতে শ্রেষ্ঠ দেখি এই বেশ।
ঘোর তপস্যায় মগ্ন যেন হৃষীকেশ॥
মানস কুসুম দেখি ফুলের বাগান।
নানা পুষ্পে সুশোভিত অতি অনুপম॥
স্নিগ্ধ তীব্র উগ্র গন্ধ একত্রে মিশিয়া।
অপূর্ব্ব সৌরভ উঠে মাতাইয়া হিয়া॥
পৃথিবী রহস্যময় রহস্য ভাণ্ডার।
নিজদেহ বিচারিলে রহস্য অপার॥
ঘরে ঘরে কতই রহস্য দেখা যায়।
রহস্য * * * যায়॥
জগত রহস্য পাঠে ভাবের উদয়।
হইবে চৈতন্য লাভ নাহিক সংশয়॥
বেদ পুরাণ গীতা আদি ধর্ম্মশাস্ত্র হয়।
সমালোচনার পুথি এই সব নয়॥

প্রতি শব্দ প্রতি পংক্তি পায় উপদেশ।
শিরোধার্য্য নিত্য হয় ঈশ্বর আদেশ॥
পূর্ব্বে ছিল একা ইহা ব্রাহ্মণের ধন।
এবে সাধারণেতে হইবে বিতরণ॥
অমর অক্ষয় হবে রক্ষিতের নাম।
সুকবি রঞ্জন সিদ্ধি হোক মনস্কাম॥

নিবেদক—

শ্রীএমদাদ আলী।

ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত অখিল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুগ্রহ লিপি।

কল্যাণবরেষু—

আপনার প্রেরিত পত্র ও "বাঙ্গালী" ও "রাজভক্তি" নামক কবিতা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র নামক পুস্তক একখানা পাইয়াছি। আপনি যে আমাকে এখনও স্মরণ করিয়া এরূপভাবে পুস্তক পাঠাইয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিক মনে বড় আনন্দ অনুভব করি তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র।

আশীর্ব্বাদক

বাঁকুড়া। শ্রীঅখিল কুমার চট্টোপাধ্যায়।

শ্রদ্ধেয় ক্ষেমেশ বাবু!

আপনার প্রণীত প্রায় সমস্ত পুস্তক উপহার স্বরূপ পাইয়া আ-তেছি। সম্প্রতি "জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র" নামক পুস্তকের অনুবাদ প্রাপ্ত হইলাম। উক্ত গ্রন্থ শিব দুর্গার প্রশ্নোত্তর ও দার্শনিক কথায় পরিপূর্ণ। ইতিপূর্ব্বে আপনাকে প্রাচীন কবি ৺ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির

ন্যায় একজন কবি বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনার পুস্তকে উত্তরোত্তর দার্শনিক জটিল ভাবকে সরল ভাষায় প্রকাশিত দেখিয়া আপনি যে শুধু কবি নহেন, তাহাও বিবেচনায় স্থান পায়। যাহা হউক আপনি লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও এই বৃদ্ধ বয়সে ঈদৃশ সদনুষ্ঠানের মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়াছেন, তাহাতেও আশা করা যায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ধনি যুবকবৃন্দ আপনার অনুকরণে দেশের ও দশের উপকার সাধন করিবেন। আশীর্ব্বাদ করি আপনার জীবন রবির সান্ধ্য গগন পর্য্যন্ত সচ্চিদানন্দের চ্ছায়া পতিত হউক। ইতি

চিরশুভার্থী—

শ্রীজ্যোতিশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রাপ্তিস্বীকার। সংশোধিনী।

জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র।

আমরা কবিরঞ্জন শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশ চন্দ্র রক্ষিত মহাশয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পদ্যে অনুদিত জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা এবং ধন্য বাদের সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি ক্ষেমেশ বাবু ইতি পূর্ব্বেও প্রায় ৭। ৮ খানা অত্যাবশ্যকীয় পুস্তক বাঙ্গালা ভাষার অনুবাদ পূর্ব্বক বিনা মূল্যে সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। আমরা এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র মানব সমাজের পক্ষে একটী অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। মানবের ইহকাল এবং পরকালের মঙ্গলের জন্য যে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক ইহাতে তাহাই বিশদরূপে লিখিত রহিয়াছে

পুস্তকখানা যে বহুল পরিমানে প্রচার হওয়া আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য। পদ্যানুবাদ অতিসুন্দর সহজ এবং প্রঞ্জাল হইয়াছে। ভাষার ও পারিপাট্য যথেষ্ট আমরা পাঠ করিয়া পরম সন্তোষলাভ করিলাম। সংস্কৃত এবং তার সঙ্গে বাঙ্গালা অনুবাদ থাকাতে পাঠকদের পক্ষে খুবই সুবিধা হইয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি ক্ষেমেশ বাবু সুদীর্ঘ জীবন লাভ করতঃ এরূপ গ্রন্থ প্রচার দ্বারা সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধনে সক্ষম হউন।

শ্রীচরণ কমলেষু,

সপ্রণাম নিবেদন এই—

ভক্তিভাজন দাদামহাশয়,

আপনার প্রেরিত স্নেহোপহার "জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র" যথাসময় প্রাপ্ত হইয়া অভিনিবেশ ও কৌতুহল সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম; ইহার ভাষা সুললিত ও পরিমার্জ্জিত এবং মৌলিকভাব যথারীতি রক্ষিত হইয়া ইহা ভাষান্তরের চিরন্তন কলঙ্ককালিমা অপনোদন পূর্ব্বক এক অভিনব সুষমা ধারণ করিয়াছে। স্বীকার করি, কলকণ্ঠ কোকিলের রব মধুর; কিন্তু কবিতাকুঞ্জকাননে ষট্‌ষষ্টিতম-বর্ষের বিহগরাজ পিকবরের কাকলি যে অধিকতর বৈচিত্র্যজনক— অধিকতর সুমনোরম, ইহা কে একবাক্যে স্বীকার না করিবে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভবদ্রচিত এই অমূল্য জ্ঞানাকর গ্রন্থখানি অশেষ জ্বালাযন্ত্রণা বাধাবিঘ্নসঙ্কুল সংসারে অধ্যাত্মপথের পথভ্রান্ত ও দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের পরম সহায় হইবে। ইতি—

সন ১৩২৪,
১৩ই বৈশাখ।

আপনার স্নেহাধার ও চিরানুগত,
শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র সেন, পণ্ডিত,
জিলা স্কুল, ফরিদপুর।

সাহিত্য বিশারদ শ্রীযুক্ত মিঞা আবদুল করিম
সাহেব লিখিতেছেন।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

আপনার প্রেরিত "জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র" নামক উপাদেয় পুস্তকখানি উপহার পাইয়া অত্যন্ত অনুগৃহিত হইলাম। উহা পাঠ করিয়া আমি পরম উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছি। আপনি এই বৃদ্ধ বয়সে আমাদের মাতৃভাষার যে উপকার করিতেছেন, তাহার তুলনা মেলা কঠিন। জগদীশ্বর আপনাকে নিরাময় শরীরে দীর্ঘজীবী করুন, এই প্রার্থনা করি। পত্রোত্তর দিতে বিলম্ব হইল। নিজ গুণে আমার এই ত্রুটী ক্ষমা করিলে বাধিত হইব।

আমার "গোরক্ষ বিজয়" আজও প্রকাশিত হয় নাই। উহা এখন ও পরিষৎ মন্দিরে পড়িয়া রহিয়াছে। আর ও কত দিন পরে উহা প্রকাশিত হইবে, ভগবান জানেন। আমি পত্রের উপর পত্র লিখিয়াও পরিষদের সাড়া পাইতেছিনা। উহা প্রকাশিত হইলে আপনাকে একখানি উপহার দিয়া আমি কৃতার্থ হইব। এই আমার বড় সাধ। আশা করি, আপনি কুশলে আছেন। আমার শরীর মন ভাল নাই। দরিদ্রের সুখ কোথায়? ইতি—

ভবদীয় স্নেহের,

আবদুল করিম।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার "জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র" মূল ও পদ্যানুবাদ ধূলি হইলেও শ্রীপদধূলি সাধুসজ্জনের শিরোভূষণ! মৎবিধ অকিঞ্চিৎকর অধমের শিরে ইহার যথাযোগ্য শোভা পায় না। কোথায় আধ্যাত্মিক ভাব

পূর্ণ ভগবৎ বাণী আর কোথায় ঘোর তমসাচ্ছন্ন পাপ-হৃদয়! কোথায় বা স্বর্গীয় দিব্যালোক কোথায় বা চিররুদ্ধ নরক! কোথায় ধর্ম্মকূট জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র আর কোথায় মায়ামোহ মুগ্ধ ঘোর সাংসারিক! আপনি অসীম প্রতিভাবলে দুর্ভেদ্য শাস্ত্রকূট ভাষান্তরে পরিস্ফুট করিয়া বাস্তবিক দেখাইয়াছেন যে ভক্ত ও ভাবুকের পক্ষে ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার অভাব হয় না। বলিতে কি আগা গোড়া বহিখানি পড়িয়াছি, যদিও ভাব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারি নাই, তবুও আপনার রচনা পারিপাট্য বুঝিবার বাকি নাই। অনুবাদে যদিও বিবিধ রসাত্মক কবিত্ব প্রকাশের অবসান নাই, তবুও সরল বঙ্গ ভাষায় মূলের বিশুদ্ধ অনুবাদ বিপুল শক্তির পরিচায়ক। বহিখানির দুর্ব্বোধ্য স্থানে আর একটু বেশীভাবে বিশদরূপে ব্যাখ্যা হইলে আমার মত পাষণ্ড অজ্ঞানের পক্ষেও সুগম হইত সন্দেহ নাই। তবে সাধু মহাজনের পক্ষে কি হইত জানি না। অযোগ্যতা হেতুই হোক কিম্বা অন্য কোন কারণেই হোক এ দীন চিরদিন আপনার মুক্ত হস্তের দানে বঞ্চিত। আশা করি এ দান আপনার প্রথম ও শেষ দান হইবে না। আপনি মায়ের কৃতী সন্তান অশ্রান্ত উদ্যম ও উৎসাহে বার্দ্ধক্যকে অপসারিত করিয়া অলস যৌবনকে ধিক্কার দিতেছেন। ভগবান্ আপনাকে যেমন অর্থ দিয়াছেন, তেমন অর্থের সদ্ব্যবহারের প্রবৃত্তিও দিয়া চিরস্থ বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ। ভবিষ্য জীবনের আদর্শরূপে ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুণ।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীদুর্গাচরণ দত্ত,

সেক্রেটারী, বার লাইব্রেরী।

হাটহাজারী।
১লা জ্যৈষ্ঠ।

মুঙ্গের জেলার প্রসিদ্ধ উকীল, সাধক প্রবর
শ্রীযুক্ত বাবু তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত, কবিরঞ্জন

মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়!

আপনার প্রণীত "উত্তর-গীতাচ্ছায়া" ও "জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র" পাইয়া বাস্তবিকই বড় আনন্দ অনুভব করিলাম আপনার কবিতাগুলি অত্যন্ত সুখপাঠ্য ও সরল। এতাদৃশ পুস্তকের বহুল প্রচার আমাদের দেশে অত্যাবশ্যক, আজকাল স্কুল কলেজে পাশ্চত্য ফিলসফির শিক্ষা চলিতেছে কিন্তু দেশের অমূল্য রত্নগুলির আদর নাই। যাহা হউক আপনার কৃপায় এরূপ পুস্তকগুলি বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইলে আমাদের দেশের উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

যোগানন্দ নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের মাসাবধি কোন সংবাদ পাই নাই। তিনি নিশ্চয়ই ভাল আছেন ও আপনার সৌজন্যে, দয়ায় ও প্রেমে সকলকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। পটিয়ার প্রসন্ন বাবুরও অনেক দিন সংবাদ পাই নাই। আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করি। এখানকার সব কুশল। ইতি—

মুঙ্গের। ৫।৫।১৭।

বশম্বদ—
শ্রীতারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মুঙ্গের।

ভক্তিভাজন,

আপনার গীতানুবাদ পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। আপনার বঙ্গানুবাদ সরল পদ্যময় গীতিতে সে ভাব লহরী গাঁথিয়া দিয়াছেন তাহা প্রাতঃস্মরণীয় কবি কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসের

সরল ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালার নব ভাব হৃদয়ে উদ্দীপিত করে। আপনার অর্থানুকুল্যে এই গীতা দৈনন্দিন অনেক কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক বাঙ্গালীর ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় পাঠলব্ধ হইতেছে, যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে ততদিন সাহিত্য জগতে ও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর হৃদয়ের পরতে পরতে আপনার কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে। শুনিলাম আপনার আরও ৩টী পুস্তক নূতন প্রকাশিত হইয়াছে। যদি থাকে তবে অনুগ্রহ করিয়া প্রত্যেক রকমের একখানি আমার নিকট পাঠাইলে নিতান্ত বাধিত হইব। আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন এই বৃদ্ধা বয়সে যে আপনি সাহিত্যের সমালোচনা করিয়া ভগবৎ প্রেমে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, ইহাতে আপনার অধ্যবসায় ও শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম ধন্য বাদার্হ। অলমতি বিস্তরেণ।

আপনার—

জেঠি অফিস, চট্টগ্রাম। শ্রীশ্যামাচরণ চৌধুরী।

মহাত্মন!

আপনার সহিত এহতভাগার অনেক দিন যাবত দেখা নাই। আশাকরি আপনি সপরিবারে নিরাময় ও সুখ শান্তিতে আছেন। আপনি কোন সময় কোন স্থানে থাকেন জানা না থাকায়, বিশেষ আমিও নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকায় কোন দিন কোথায় থাকি নিশ্চয় নাই বলিয়া আপনার সাক্ষ্যাৎলাভ কপালে ঘটেনা। আশাকরি আমার তজ্জনিত ক্রটী পরিহার করিবেন। আপনি বাস্তবিকই ক্ষণ জন্মা পুরুষ। জন প্রবাদে শুনিতে পাই লক্ষ্মী যে ঘরে থাকেন সরস্বতী সে ঘরে বাস করেনা। তাঁহারা পরস্পর বিরোধী। কিন্তু আপনার বেলায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনি একত্রে লক্ষ্মী ও

সরস্বতী উভয়েরই কৃপা লাভ করিয়াছেন। বহুদিবস পূর্ব্বে যখন আপনার নিকট আমি পরিচিত ছিলাম না। তখন আমি জানিতাম আপনি বেশ একজন সুদক্ষ বিষয়ী লোক। এখন দেখিতেছি আপনি সর্ব্বগুনে অলঙ্কৃত। আমাদের দেশে অনেক জমিদার ও ধন কুবের আছেন। কিন্তু আপনার মত সর্ব্বসাধারনের উপকারার্থে এমন কোন কার্য্য করেন নাই যাহাতে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা যায়। আপনি স্থানে ২ সাধারনের জন্য অনেক কার্য্যই করিয়াছেন সুতরাং আপনার নাম চিরস্মরনীয় হইয়া থাকিবে। "কীর্ত্তিযস্য স জীবতি" যাহার কীর্ত্তি আছে সে মরিয়া ও মরেনা। এই নশ্বর সংসারে কিছুই স্থায়ী নহে। কিছুই সঙ্গে যায়না কিছুই থাকেনা। সঙ্গে যায় কেবল পূণ্যাপূণ্য। থাকে কেবল কীর্ত্তি॥ আপনার কীর্ত্তি ও আছে পূণ্যবলও আছে। আপনি সাধারনের জন্য অনেক কার্য্যই করিয়াছেন। আমি আশাকরি আপনি এই চট্টগ্রাম সহরে একখানা ধর্ম্মশালা বা ছাত্র নিবাস স্থাপন করিয়া জনসাধারনের বহু-কালের অভাব দুর করিবেন। এই সহরে অনেক ছেলে স্থানাভাবে পড়িতে পারেনা। আমি যখন কার্য্য উপলক্ষে ময়মনসীং জেলার সেরপুর মোকামে ছিলাম সেইখানে ॥৴৹ আনির একজনা জমিদার তাঁহার মাতার নামে ৪০০০৲ টাকা আয়ের একখানা সম্পত্তি অতিথ খানার জন্য দেন। তাঁহার মায়ের নাম ছিল তারামণী চৌধুরানি মায়ের নামে অনেক কার্য্যই করিয়াছিলেন। নিজগ্রামে "তারা পান্থ-শালা" কাশীতে "তারামণী ঘাট" কামাখ্যায় "তারা কুণ্ড" নিজ জমি-দারিতে "তারাগঞ্জ বাজার" স্থাপিত করিয়াছিলেন। অদ্যাপী ও ঐ সকল কীর্ত্তি বলিয়া অসিতেছে। আপনিও ৺ভগবানের প্রিয় পুত্র অনেকটা ত্যাগী। ধর্ম্মকার্য্যে বিশেষ যত্ন আছে। তাই সাহস করিয়া

এই বিষয় লিখিলাম। আপনার প্রণীত "আমার-খেয়াল" হইতে সমস্ত পুস্তক গুলীনই আমি পাইয়াছি এবং আপনি দয়া করিয়া দিয়াছেন। আমার মত একজন নিরেট মুর্খের পক্ষে এই বহীগুলিনের সমালোচনা করিতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা এবং পাগলের কার্য্য হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাষ "জগৎ রহস্য" ও "পাপ রহস্য" এই দুইটী বহিতে জগতের অনেক উপকার হইয়াছে। কেননা যাঁহারা ঐ পথের পথিক তাঁহারা তাঁহাদের নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিবেন। এখন কি অনেকের চরিত্র ইহার দ্বারা সংশোধন হইয়াছে॥ যদি ও কেহ ২ ইহাতে ভ্রুকুঞ্চীত করিয়া থাকিবেন। এইটী কম পুণ্যের কার্য্য নহে। জ্ঞান দান অপেক্ষা দান নাই এবং ইহার চেয়ে পূণ্য কার্য্য ও নাই। "আমার খেয়াল" ও "মানশ কুশুম" বহি দুইখানিতে সরল ভাবে আপনার কবিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। "শ্রীমদ ভগবতী গীতা" ও "শ্রীমদ্‌ভগবদগীতাচ্ছায়া" ও "উত্তরগীতাচ্ছায়া" এই তিনটী বহির বঙ্গানুবাদ যে এত সরল ও সুপাঠ্য হইয়াছে যে সে লোক তাহার ভাব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে। বিশেষতঃ অল্পমতা বালক বালিকা ও মহিলাগণ গ্রন্থগুলি পদ্যে অনুবাদ হওয়ার দরুণ অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে। এবং অল্পেতে তাহাদের ধর্ম্মে মতি গতি হইবে। এই সমস্ত বহি সংস্কৃত এবং কুটিল বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইবার অনেকে পড়িতে আগ্রহ করিত না। আপনার এই সমস্ত বহি আমার বিশ্বাস প্রত্যেক পরিবারে ২।১টী করিয়া আছে। গীতার মাহাত্ম্য গীতা দানের যে ফল লিখা আছে। আপনি সম্পূর্ণ ঐ ফলভাগী হইয়াছেন—সন্দেহ নাই। আপনি নিশ্চয়ই যোগভ্রষ্ট পুরুষ। পুর্ব্ব জন্মের সংস্কার লইয়াই আসিয়াছেন। তাহা না হইলে এই বৃদ্ধ

বয়সে মাথার এত কাজ ক'রিতে পারিতেন না। ইহা ৺ভগবানের দান দান ছাড়া আর কিছুই নহে। আপনার জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্রের মূল ও পদ্যানুবাদ বহি খানা আমি জনৈক ভদ্রলোক হইতে আনিয়া পড়িয়াছি। যদিও এই বহিটী এখন পর্য্যন্ত আমি পাই নাই। এই পুস্তকটী পাঠ করিয়া অন্যের কথা বলিতে পারিনা আমার অনেক জ্ঞান জন্মিয়াছে। অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছি। এই পুস্তক খানা সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করার দরুণ দেশের ও দশের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই বহিখানা অন্ধের হাতের লাঠি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভগবানের নিকট কায়-মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি আপনি আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিয়া মাতৃভূমির কল্যাণ সাধন করেন। ৺ভগবান আপনার সৎকার্য্যের সহায় হউন এবং আপনাকে দীর্ঘজীবন দান করেন। এই হতভাগ্যের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। আপনার আশীর্ব্বাদে শারীরিক ভাল আছি।

বিনীত—

শ্রীনিশিচন্দ্র দত্ত, গভর্ণমেণ্ট পেন্সনার,
চট্টগ্রাম সদর পোষ্ট আফিসের
ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার।

ভক্তিকুটীর,
বাণ্ডেলরোড, চট্টগ্রাম।
১৩ই জুন ১৯১৭ইং।

বহুমানাষ্পদেষু—

আপনার অনুগ্রহ প্রদত্ত জ্ঞান সঙ্কলনী তন্ত্র মূল ও পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। পদ্যানুবাদে একাধারে কবির সরলতা ও ভক্তের নিষ্ঠা উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কৃত্তিবাস ও কাশী-দাস দেবভাষা রচিত রামায়ণ ও মহাভারত সহজ পদ্যে তরল করিয়া বাঙ্গালার জন সাধারণের ধর্ম্মজীবনের প্রতিষ্ঠাতা রূপে অমর হইয়া-ছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি সেই পুতঃনামগণের যত্নে সমানীত ভক্তিসঙ্গার সরলতা আপনার উদ্যম ও উৎসাহে অব্যাহত থাকুক !!

বিনীত—

শ্রীসারদা চরণ চৌধুরী।
এম, এ, উকীল।

চট্টগ্রাম।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু হরিরঞ্জন মজুমদার, এম, এ, ভিষগাচার্য্য
মহাশয় লিখিয়াছেন।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র ও জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র নামক গ্রন্থের পদ্যানুবাদ পাইয়াছি। অনুবাদটী পড়িতে কিছু সময় লাগিল বলিয়া আপনার পত্রের জবাব দিতে দেরী হইল।

আপনি বহুবার নানাগ্রন্থে আপনার পাণ্ডিত্যের ও কবিত্বের পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থেও সেই সমস্ত গুণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অনুবাদ বলিতে আমরা যাহা বুঝি উক্ত অনুবাদে আপনি উহার সীমা লঙ্ঘন করতঃ নিগূঢ় বাক্যের ব্যাখ্যা পদ্যাকারে সংযোজনা করিয়া মূলকে সহজে বুঝিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। আপনি মূলের মর্য্যাদা যথেষ্ট রক্ষা করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় দেখিয়া মনে আনন্দ ও উৎসাহের উদয় হইতেছে।

আপনি আমার স্বর্গীয় পিতার পরম বন্ধু ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। কারণ অতি শিশুকালেই আমি পিতৃহারা হইয়াছিলাম। কিন্তু এই শুভ সংবাদ পাওয়ার পূর্ব্বেও আপনার গুণের পরিচয় পাইয়া আপনাকে বরাবরই শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছি। আপনি যে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন ও ৺ভগবানের নিকট আমার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন ইহার জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। সময়ে ২ আপনার ও আপনার পরিবারস্থ সকলের মঙ্গলাদি লিখিয়া সুখী করিবেন। আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা এক প্রকার ভাল আছি। ইতি—

১৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা
৯ই জুলাই, ১৯১৭ইং।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীহরিরঞ্জন মজুমদার।

চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত
মহাশয় লিখিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার প্রেরিত "জ্ঞান-সঙ্কলিনী তন্ত্র" পাইয়া অতিশয় প্রী' হইয়াছি। আমি গভীর মনোযোগের সহিত পুস্তক খানিব আদ্য' পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আপনা' পদ্যানুবাদ বেশ সরল ও মূলের ভাবানুযায়ী হইয়াছে। "জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্রের" সংগ্রহীতা বহু জ্ঞানগর্ভ ও কল্যাণপ্রদ বচনাবলী ইহাতে সঙ্কলন কবিয়াছেন, পুস্তকখানি আমাদের অগাধ শাস্ত্র রত্নাকবের বহুমুল্য প্রবালপুঞ্জ বিশেষ; আপনি সুনিপুণ ডুবরীর ন্যায় তাহা আহরণ ও সর্ব্বসাধাবণের সহজলভ্য করিয়া অশেষ যশঃ ভাজন হইয়াছেন। জয়মাল্য বিভূষিত কর্ম্মজীবনেব অস্তাচল শিখরে দাঁড়াইয়া আপনি যে আমাব বাণীজননীব শান্তিশীতল তপোবনে' অপার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য উপভোগ করিতেছেন, সদগুরুব কৃপা' তাহা সর্ব্বাংশে সার্থক ও মধুময় হউক এবং আপনি করুণাময়ী জননীর শাশ্বত আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া চবিতার্থ হউন, এই প্রার্থনা।

"সাধনা-কুঞ্জ"
চট্টগ্রাম, ৯ই বৈশাখ।

স্নেহার্থী—
শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

অনেক কৃতবিদ্য মহাত্মাগণের প্রদত্ত সমালোচনা মুদ্রিত করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত রহিলাম। তাঁহাদিগকে আমার আন্তরি' ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীক্ষেমেশ চন্দ্র রক্ষিত।